পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ	গ্রহণের তারিখ	পত্রাঙ্ক

চন্দননগর,

প্রবর্ত্তক পাব্‌লিশিং হাউস

হইতে

শ্রীরামেশ্বর দে

কর্ত্তৃক প্রকাশিত

সাধনা প্রেস, চন্দননগ

অরবিন্দ মন্দিরে

শ্রীচরণ কমলেষু—

*　　*　　*

আজকার কথোপকথন একটু উদ্ধৃত করি। একটু মজা আছে, অন্য সকলে চলে গেলে একলা পেয়ে তাঁকে জ্ঞাপন করলাম, "আপনি বলেন, বাংলার সংঘে কর্ম্ম ও ভক্তির পূর্ণবিকাশ ঘটেছে—জ্ঞানের অভাব, সেটা আপনি পূর্ণ করে' তুলুন।"

অরো—জ্ঞানের অভাব মানে, একটা বিশাল ব্যাপক universal conciousnessএ আত্মস্থাপনা

চাই—সংঘের মধ্যে একেবারে free না হউক, প্রচুর ভাবেই free শক্তির খেলা আর খুব intense ভাবের প্রকাশ আছে, সেই শক্তি আর ভাবের ধারা ধরেই উপরের দিকে গতি চল্‌ছে, একটা free ও flexible জ্ঞানের নিজস্ব খেলা, native power of knowledge হ'লে বিজ্ঞানের প্রকাশ পূর্ণ ও সুন্দর হয়ে ওঠে।

আমি—জ্ঞানের এই native power'এর একটা অভাব থাকতে পারে, বুঝ্‌তে পারছি—কিন্তু সে ত বইটই পড়ে' হবে না, আপনাকেই তা সুসিদ্ধ করে' তুল্‌তে হবে; আমরা consecration আর communal consciousness খুব সুদৃঢ় ও পাকা করে' পেয়েছি।

অরো—সংঘের মধ্যে .... ছাড়া এই জিনিষটা এখনও আর কারু মধ্যে পূর্ণস্ফুট হয়ে ওঠে নি। ব্রহ্ম consciousness'এর মধ্যে বিশেষ বিশেষ দেবত্ব তোমাদের মধ্যে রয়েছে potential, শক্তির মধ্যে—জ্ঞানের মধ্যে তা সব জ্ঞানময় forma-

tion পাবে। ....মধ্যে (মাথার উপর দেখাইয়া) এইখানে সেটা form হয়েছে, এইবার শরীরী করে' তোলবার চেষ্টা করছে।

আমি—সবই তো আপনার উপর ভার।

অরো—ক্রমশঃ হবে—

তখনকার মত কথাটা শেষ করতে হ'লো—সন্ধ্যা হয়ে এসেছিল। আমি এখানে এসে সব জিনিষই accept করে' নিচ্ছি। এইটাই দরকার। এখন দেখছি, সংঘের প্রতিষ্ঠা খুব grand রকমে হয়েছে—ভাবে, এই ভাবের চোখে এবং শক্তির মধ্যে আমরা যে potential তেজোমূর্ত্তি সব পেয়েছি, তার উপর একটা উপরকার বিশাল জ্ঞানজ্যোতিঃ ফেলে এবার আত্মদর্শন করবার আমাদের সময় এসেছে।

* * *

শিক্ষা সম্বন্ধে বলছিলেন, mass of books'এর নীচে ছেলেদের না ফেলা হয়। বই প্রথমে একেবারেই না থাকা ভাল, কেবল নানা রকম obser-

vation ও interest জাগান—শিক্ষাক্ষেত্রটি যতটা পারা যায় আনন্দের ক্ষেত্র করতে হবে। ছেলেদের free growth of original faculties হোক, তারপর যখন প্রত্যক্ষ পরিচালনা ফলে মনোবৃত্তিগুলি স্ফূর্ত্তি পাচ্ছে, তখন যার যে দিকে taste, সেই অনুযায়ী বই পড়তে দেওয়া। আর গবর্ণমেণ্টের মত একটা বিশেষ pattern, যেমন efficient citizen গড়া, এইরূপ কোন কিছু আমাদের education‌এ থাকবে না—যার কাছে ভগবান যা চান, তার ভিতর সেইটাই ফুটে উঠুক। moral education'এর text একেবারেই নয়। সত্যানুরাগ, প্রেম, nobleness, strength—এই কয়টা হৃদয় বৃত্তি প্রকৃত পক্ষে জাগাবার আছে—জীবনের atmosphere গড়েই তা ফুটে উঠতে দিতে হবে।

* * *

এইবার সাধনার কথা আরম্ভ করলেন—মনের স্তর এবং সাধন অবস্থার কথা। শেষ স্তরে Supermind,

সেইখানেই অধ্যাত্ম রাজ্যে দেবরূপ গঠন কর্‌তে হবে—বৈদিক ঋষি যেমন নিজ চিৎলোকে দেবতার জন্মদান কর্‌তেন। এইটাই আমাদের গূঢ়তর কাজ—চেতনায় দেবসৃষ্টি। সাধারণতঃ, আমরা যে অবস্থায় থাকি, সেটা mind of ignorance, সে মন প্রাণক্ষেত্র ফুঁড়ে ফুটে উঠেছে। এখানে আমরা কিছুই জানি না, জানবার ক্ষীণ চেষ্টা-পরম্পরা মাত্র এখানে সম্ভবপর। আছে আর এক মন, mind of self-forgetful knowledge, সেখানে জ্ঞান সত্যকে যেন পাই আভাসে আভাসে, যেন হারানো নিধি, ভোলা জিনিষ সব বাইরের আঘাতে অথবা ভেতরের উদ্দীপনায় পর্দ্দায় পর্দ্দায় জেগে উঠ্‌ছে,—স্মরণ পথে এসে ধরা দিচ্ছে; Plato'র যে theory ছিল—all knowledge is but a remembrance of forgotten things—সাধকের প্রথম পরিচয় এই মনের সঙ্গে। বিবেকানন্দের highly developed intutive mind ছিল, এই মনের উঁচু পর্দ্দায় দাঁড়িয়েই

ধাক্কা দিয়েছেন। Mind of knowledge তার উপরের স্তরে—মা ঠাকুরের ছিল—যেখানে জ্ঞানের জ্যোতিঃপুঞ্জের মধ্যে বাস—মা দীপ্ত সত্তারাজ্য। ইহার ঊর্দ্ধে গেলে ঠাকুর আর কথা বল্‌তে পার্‌তেন না; বল্‌তেন, আর বলা যায় না। মা সে যুগে তাকে এখানে রেখেছিলেন।

সংজ্ঞাগুলি মাত্র যেমন শুনলুম তেমনি লিখে গেলাম। খানিক স্তব্ধ থেকে আবার বল্‌লেন—ভিতরের দোরগুলি খোলবার একটা গূঢ় কৌশল আছে—art of opening up, সেইটুকুই শক্ত, সেইটা হ'লে আর সব তর তর করে' ফুট্‌তে থাকে। তিনি বল্লেন, লেলের কাছে এই কৌশল পেয়েছিলেন, তবে তাঁর নিজের একটা প্রবল will ও aspiration ছিল।

* * *

তারপর psychic experience সম্বন্ধে কথা। আমি বল্‌লুম, ও-সব কেন, সোজাসুজি spiritualityই

ত ভাল। বাংলায় ঐ সব নিয়ে কি বুজরুকি, যদি দেখেন!

তিনি বল্‌লেন—ও-সব আছে। জেলে ঐ-সব-গুলা খুব দেখ্‌তুম। প্রথম প্রথম অনেক ভুলভ্রান্তি delusionও আস্‌ত, জান্‌তুম না কোনটা ভুল, কোনটি সত্য; অনেক সময় ভুলের উপরই কত build কর্‌তুম, শেষে এক ধাক্কায় সব ভেঙ্গে দিত—এ'র জন্য ভগবানকে কি গালাগালিই না দিতুম। তবে রক্ষা ছিল, একটা sceptic ভিতরে ছিল, critical mind বাহিরের প্রমাণ খুঁজ্‌ত। এই psychical fieldটাকে পরে এখানে সাধনকালে সব suppress করেছিলুম। তাতে এখন একরূপ বড় অসুবিধা ভোগ কর্‌তে হচ্ছে। আমার thought সব ঠিক হয়ে গেছে, সেখানে supramental দিব্য খেল্‌ছে, কিন্তু supermentalকে যখন life'এর দিকে ফেরাতে চাই, মুস্কিলে পড়্‌তে হয়; তখন mind of ignorance আবার rushes up to obstruct—এখন psychical জিনিষগুলোকে

আবার টেনে আন্‌বার দরকার হচ্ছে। Suppression মাত্রেই খারাপ, একটা defect থাকেই—আমাদের life'এর সকল বৈচিত্র্য আলিঙ্গন করাই আদর্শ—life, physical এবং psychical, দুইই যুগপৎ—physicalটুকু নিয়ে থাকি,psychicalকেও নিতে হইবে; psychical field খুব rich field of experience.

২

সকল জিনিষের মধ্যে যে-সব সত্য আছে, প্রকৃতির সে সবখানি ভরেই সিদ্ধি আমাদের চাই—পরিশেষে বাহ্য শরীরে পর্য্যন্ত। Supermind প্রথমে গড়ে ওঠে মাথার উপরে, সেইখানেই নূতন জ্ঞান, চিন্তা, ইন্দ্রিয় পর্য্যন্ত open up করে—কিন্তু এই-খানেই শুধু তা'কে থাক্‌তে দিলে, আমরা উপরে উঠে যতক্ষণ থাক্‌ব, ততক্ষণই সব থাক্‌বে; এই জন্যই প্রাচীনেরা সমাধির উপর এতখানি ভর করতেন—ঐ supermental energyটীকে প্রথমে psychic planeএ নামিয়ে আন্‌তে হয়, সেখানে নূতন যন্ত্র ও সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় সব সৃষ্টি হয়, সত্যই এ নবসৃষ্টি—ভিতরের ইন্দ্রিয়গুলি বাহিরের সাহায্য না নিয়েও দর্শন, স্পর্শন করে।

Conquest পূর্ণ ও substantial হবে না,

যতক্ষণ না শরীরটা পর্য্যন্ত রূপান্তর পায়, তার মানে শরীরের মূর্ত্তিপরিবর্ত্তন হবে এমন নয়, তবে functions সব বদলিয়ে যাবে। তখন শরীর অমৃতময় হবে, রোগ জরা থাক্‌বে না। চক্ষু যেরূপ প্রত্যক্ষ করে—সেরূপ ভাবে আর প্রত্যক্ষ কর্‌বে না—একটা অখণ্ডের অসংখ্য form, রূপ, গুণ, play of forces and qualities নয়নে প্রতিভাত হবে। কর্ণ শ্রবণ কর্‌বে প্রতি শব্দে একটা totality of sound, সমস্ত ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের ভিতরেও এমনই একটা intensity, innerness, totality অনুভূত হবে—এই সাকল্য, অন্তরঙ্গত্ব, পূর্ণত্ব যে মানবেন্দ্রিয়ে ঘট্‌তে পারে সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই।

* * *

বৈদিকযুগে, ঋষি দেবগঠন কর্‌তেন—সে চিন্ময় সৃষ্টি। উপনিষদের যুগেও, জ্ঞানীগণ জান্‌তেন—সবই, সমস্ত চৈতন্য ও জ্ঞান, ভিতরে আছে, concentration পূর্ব্বক সেইগুলিই উদ্দীপ্ত কর্‌তেন,

পরস্পরে উপলব্ধ সত্য মিলিয়ে নিতেন, scientific apparatus তাঁদের ছিল না। জবালার পুত্র সত্যকামের গরু চরাতে চরাতে অনন্ত প্রকৃতির কোলে অন্তরের উৎস খুলে গেল—সমস্ত মধুমান হয়ে উঠ্‌ল। পশুপক্ষী তরুলতা পর্য্যন্ত জ্ঞান দান কর্‌তে লাগ্‌ল—দিক্‌সকল মধুক্ষরণ কর্‌তে লাগ্‌ল; ইহাই সনাতন জ্ঞান পথ, জ্ঞানের মুক্ত প্রণালী। আর আজকার scientific ধারণা কি? যে, sense'এর সঙ্গে object'এর সাক্ষাৎই জ্ঞানলাভের একমাত্র উৎস —যা দেখি শুনি, যা অন্তে দেখে শুনে, যা পড়ি বুঝি, সেইটুকুই, জিনিষ ও মানুষ সম্বন্ধে, জানা যায়, আর কিছু জানা যায় না। তবু নূতন চিন্তাবীরগণ আজকাল আর একটা সূক্ষ্মতর জ্ঞানবৃত্তির কথা বল্‌তে আরম্ভ করেছেন—যেমন Bergson'এর intuition, intuition এই অন্তরজ্ঞানেরই একটা বিশিষ্ট শক্তি, অবভাস-বৃত্তি।

একটা curious observation'এর কথা উল্লেখ করে' আজকার মত কথা বন্ধ কর্‌লেন—বল্‌লেন,

প্রতি নবধর্ম্মতরঙ্গ তিনটী পুরুষে থেকে যেন শুকিয়ে যায়—যেমন রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র; রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ; বাইরের জগতেও, যেমন বাহা ধর্ম্মে, বাব, বাহাউল্লা, আবতুল বাহা।

এই নূতন যুগে কি দাঁড়াবে—সে কথা আপনারা ভাব্‌বেন; আজ এই পর্য্যন্ত।

ইতি—
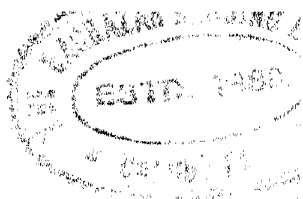
শক্তি সব কর্‌ছে—আমি তাঁর যন্ত্র,এই অনুভূতিই যোগের সবখানি নয়। সাধককে অনুভব কর্‌তে হবে যে, শক্তি সাধকেরই—পুরুষের ইচ্ছায় সাধকই কার্য্য করে' চলেছে। শক্তির সঙ্গে সাধকের অঙ্গাঙ্গী পরিচয় হ'লেই, জ্ঞানের বিকাশ হবে। সাধক প্রথম প্রথম শক্তির হাতেই আত্মসমর্পণ করে; শক্তির খেলাই সে দেখে, জগতে শুধু শক্তির খেলাই অনুভব করে; শক্তির সঙ্গে নিজেকে হারিয়ে ফুরিয়ে ফেল্‌লেই সাধক দেখে এই অনন্ত বিরাট শক্তির পশ্চাতে পুরুষ বিদ্যমান আছেন। পুরুষের দর্শন না ঘটলে যোগের পূর্ণ বিকাশ সম্ভব হয় না। পুরুষ প্রত্যক্ষ হ'লে, তাঁর ইচ্ছা সাক্ষাৎ ভাবেই আমাদের কার্য্য করাচ্ছে, তা অনুভূত হয়—তখন আর যন্ত্রবোধ থাকে না, সাধক নিজেকেই শক্তিরূপে উপলব্ধি করে,

সাধক তখন যন্ত্রের পরিবর্ত্তে স্বয়ং শক্তিরূপে বিরাজ কর্‌তে থাকে।

* * *

এই পুরুষকে না জান্‌লে, না পেলে, যন্ত্রবোধের সাধনা অপূর্ণ থেকে যায়। কেবল ভাবের খেলা থাকে, ভাবটাই বড় হ'য়ে যায়। শক্তি করাচ্ছেন, শক্তি ভাবাচ্ছেন, শক্তির সংস্পর্শেই যন্ত্রের নড়াচড়া, এইরূপ ভাবমগ্ন অবস্থা খুব ভাল হ'লেও, পূর্ণযোগীকে আরও এগিয়ে যেতে হবে। বাংলায় ভাবকে সহজেই পাওয়া যায়, ভাবের পাগল অনেক হয়েছে, ভাবের সঙ্গে জ্ঞানের মিশ্রণ চাই, তাই বাংলাকে বেদান্ত-চর্চ্চা করতে হবে; ভাব ভক্তির দ্যোতক, ভক্তি থাক্‌লে ভগবানের কার্য্য কর্‌বার শক্তির অভাব হবে না, কিন্তু জ্ঞানের বিকাশ এতদ্দ্বারা হবে না। জ্ঞান না এলে বৃহৎ সৃষ্টি অসম্ভব, জ্ঞানেই ভগবানকে অনন্তভাবে অবধারণ করা যায়, অনন্ত বৈচিত্র্য একত্র সমাহার না কর্‌তে পার্‌লে ক্ষুদ্র সৃষ্টিই অনিবার্য্য হয়ে ওঠে, ক্ষুদ্রতা ভাগবত ইচ্ছার বিরোধী ধর্ম্ম, উহা

প্রতি আঘাতে শতধা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তোমরা বৃহৎ হও, জ্ঞানকে পুরোভাগে ধারণ কর। জ্ঞানের অনুগামী সমতা—সমতাই বৃহৎ সৃষ্টির বীজ মন্ত্র।

* * *

বাংলায় আছে ভক্তি, আছে কর্ম্ম। নূতন সৃষ্টির জন্য তার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে, তোমরা তার সঙ্গে জ্ঞানকে সংযুক্ত কর, দেখ্‌বে তোমাদের সঙ্ঘ জগজ্জয়ী হবে। জ্ঞানের সাধনা যদি উপেক্ষা কর, সৃষ্টি যত বৃহৎ বলেই মনে কর না, উহা কোনমতেই স্থায়ী হবে না। চৈতন্যের সময় থেকে, আজ পর্য্যন্ত বাংলায় যা কিছু হয়েছে, সবের মধ্যেই এই জ্ঞানের অভাব ছিল—তাই কোন সৃষ্টিই প্রতিষ্ঠা লাভ করে নি। .... মধ্যেও জ্ঞানের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা হয় নি ; যা কিছু তিনি করেছিলেন সমস্তই .... শক্তি নিয়ে ; ভক্তি ও কর্ম্ম তাঁর মধ্যে যতখানি বৃহৎ হ'য়ে উঠেছিল, জ্ঞান তত পূর্ণ হ'য়ে ওঠে নি। তাঁর নির্ম্মাণও চিরদিন টিকে থাক্‌বে না। ভক্তি আর কর্ম্ম সৃষ্টির উৎস নয়, চাই জ্ঞান, বাংলায় জ্ঞানের

সাধনা প্রবল করে' ভুল্‌তে হবে।

* * *

কাজ তো কেবল দরিদ্র নারায়ণের সেবা নয়, আর বন্যায় দেশ ডুবে গেলে, ঘরে ঘরে দু'মুঠা চাউল বিলান নয়, শুধু ঐ সব করে', নিখুঁত সৃষ্টি কিছু গ'ড়ে উঠ্‌বে না।

* * *

মঠের আদর্শ negation of কর্ম্ম। মঠের সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংসের বীজ থাকে, মঠ শঙ্করের যুগেও স্থায়ী হয় নি, এ যুগেও হবে না, পূর্ণ জ্ঞান না এলে স্থায়ী কিছু করে' ওঠা যাবে না।

* * *

তোমাদেরও পূর্ণ জ্ঞান চাই, নতুবা পতনের খুবই আশঙ্কা আছে। কর্ম্ম ও ভক্তি বাংলার মাটীর গুণ, মানুষের দোষ এক্ষেত্রে কিছু নেই; সেইজন্য মাঝে মাঝে এই দুটোকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে

জ্ঞানের সাধনা কর্‌তে হবে। বাংলায় ক্ষত্রিয়ত্বই ফুটে উঠেছে—কিন্তু ব্রাহ্মণত্বের পরিস্ফুরণ এখনও হয় নি। তোমরাও আজ কর্ম্মোন্মাদ হয়েছ, ভক্তির প্রবাহে হাবুডুবু খাচ্ছ—কিন্তু জ্ঞানের অভাবে সব যে ব্যর্থ হবে, সেই জন্য এত কথা বলা। বাংলায় যেমন কর্ম্ম ও ভক্তি আছে, মাদ্রাজে তেমনি জ্ঞান আর ভক্তি আছে, শক্তির বড় অভাব। উভয়ের যদি সংমিশ্রণ সম্ভব হ'ত—তা হ'লে কাজ মন্দ হ'ত না—কিন্তু ইহা সম্ভব নয়। মাদ্রাজের বুদ্ধি বিপথগামী, গুজরাট্ সঙ্কীর্ণ, বোম্বাই চালাক, বুদ্ধির গভীরতা নাই, সেই জন্য কারু দ্বারা কার্য্যারম্ভ হবে না—বাংলাকেই সব কর্‌তে হবে; কেননা এখানে জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা হ'লেই সব মিটে যায়—আর সত্য সত্যই সকল প্রদেশই বাংলার দিকেই চেয়ে আছে—বাঙালীই মুক্তিমন্ত্রের ঋষি হবে।

বাঙালীর বুদ্ধি আছে—কিন্তু উহা জ্ঞান নয়। বুদ্ধি ক্ষিপ্র বটে কিন্তু গভীর নয়, বিরাট নয়। বুদ্ধি শান্ত গভীর বিরাটে পরিণত হ'লেই জ্ঞানের উদয় হবে। ভক্তি যতই প্রবল হোক, জ্ঞান প্রদীপ্ত না

হ'লে, ভাবচ্যুতি আস্‌বেই, সেজন্য বাঙালীকে জ্ঞানের দিকেই অধিক ঝোঁক দিতে হবে।

এ সবই আস্‌বে কাজ কর্‌তে কর্‌তে। ভগবানের কাছে আত্মসমর্পণ করে' পরস্পরের প্রতি পরস্পর দৃষ্টি রেখে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে কার্য্য করে' যাও, মনে রেখো কর্ম্মই জীবনের উদ্দেশ্য নয়, জ্ঞান প্রকাশই হবে সৃষ্টির মূল ভঙ্গী। জ্ঞান যখন রূপ নেবে—শক্তি ও ভক্তির সংমিশ্রণে, তখনই নিখুঁৎ সৃষ্টি সার্থক হয়ে উঠ্‌বে, সহস্রবার উত্থান পতনের মধ্যেই চল্‌তে হবে; অর্দ্ধেক পথে অবসাদ এসে জীবন প্রতিষ্ঠান যেন চূর্ণ করে' না দেয়, এই দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখো—এই দর্শন-যোগেই জ্ঞানাবতরণ সুসিদ্ধ হবে—নৈরাশ্য বা সংশয়ের কথা এ ক্ষেত্রে কিছুই নেই।

৪

ভাব ও কর্ম্মের তরঙ্গ সবখানি নয়, তার সঙ্গে জ্ঞানের মিশ্রণ চাই। তা না হ'লে সব পণ্ড হয়ে যাবে। পূর্ণ যে সাধনা সেখানে আছে জ্ঞান আর শান্তি, সেখানে কর্ম্ম আছে কিন্তু ছুটোছুটি নেই, ভক্তি আছে কিন্তু emotionalism নেই। কর্ম্মের মধ্যে ভক্তির স্থান আছে, কিন্তু আমাদের থাক্‌তে হবে ভক্তি এবং কর্ম্মের উপরে, সেখানে অনুভব কর্‌বো শান্তির আনন্দ; কর্ম্ম এবং ভক্তির মধ্যেও আনন্দ আছে, কিন্তু উহা শান্তির আনন্দ নয়, কারণ ঐগুলির মধ্যে পূর্ণতা নেই, তাই পূর্ণ শান্তির আনন্দ পাই না। যখন কর্ম্ম এবং ভক্তিকে ছাড়িয়ে উপরে উঠে যেতে পার্‌বে, তখন যে জ্ঞান, তারই মধ্যে আছে শান্তির পূর্ণ আনন্দ। অক্ষর ব্রহ্মের যে জ্ঞান, তার মধ্যে কর্ম্ম এবং ভক্তির আনন্দ নেই, কিন্তু পূর্ণ জ্ঞানের মধ্যে উভয়েরই স্থান

আছে। Mental consciousness ছাড়িয়ে এক supramental consciousness-এর মধ্যে থাকতে হবে, সেখানে আমরা সব সমানভাবে receive করতে পারবো।

*　　*　　*

আমাদের মধ্যে individual liberty ফুটে ওঠা চাই, এখানে আমি পাশ্চাত্য liberty'র কথা বলছি না, আমি বলছি divine liberty'র কথা, spiritualised হ'লেই যে divinised হবে এমন কোন কথা নেই, spiritualised হ'লেও প্রাণ বুদ্ধির খেলা থাকে, প্রাণ বুদ্ধির উপরে গিয়ে জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে divinity লাভ করতে হবে। Spiritualised হয়ে গেলে, ভাবের খেলা হ'তে থাকে, কিন্তু এই ভাবকেও আমাদের অতিক্রম করতে হবে। পাশ্চাত্যের যে liberty, এ'র মধ্যে divine liberty নেই, তাই শুধু কর্ম্মের liberty থাকলেই individuality'র বিকাশ হয় না, কর্ম্মের মধ্যে যে individuality ফুটে ওঠে,

সে হচ্ছে individuality'র partial manifestation, তাই কর্ম্মের libertyতে divine liberty ফুটে ওঠে না।

* * *

মানুষ যখন ভাব এবং মনের রাজ্য ছাড়িয়ে যেতে পারে, তখন তার মধ্যে খেলা হয় supramental reason-এর, এবং এই যে supramental reason-এর খেলা, ভাবের মধ্যে দিয়েই সেখানে পৌঁছাতে হয়, তবে সেখানে আর heart-এ অবস্থান করতে হয় না। মানুষ যখন এই অবস্থায় অবস্থান করতে থাকে, তখন তার কাছে জ্ঞানের আলো ফুটে ওঠে বটে, কিন্তু তখনও সে প্রত্যক্ষ অপরের মধ্যে কি হচ্ছে তা দেখতে পায় না। এই supramental reason-এর উপরে supramental inspiration-এর রাজ্য, এখানে পৌঁছালে জ্ঞানের আলো বেশ স্পষ্ট উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, সে অপরের ভিতর অনেকটা দেখতে পায়, কিন্তু ঠিক অনুভূতি জাগে না। ইহার উপরে বিজ্ঞানের

খেলা, সেখানে আসল জ্ঞান, এই জ্ঞান হচ্ছে knowledge by identity অর্থাৎ আমি সকলের ভিতরে অবস্থান কর্‌ছি, এই অবস্থায় সে অনুভব করে যে সমস্তই আমার মধ্যে রয়েছে, আমিও সকলের মধ্যে রয়েছি, তখনই ভগবানের সহিত আমি যে এক ইহাই অনুভূত হয়। তখন অপরের মধ্যে কি হচ্ছে, তা স্পষ্ট দেখ্‌তে পাওয়া যায়। তিনটী স্তরের যে বিভিন্ন অবস্থা, তার প্রত্যেকেরও অনেক gradation আছে, এবং সকলের মধ্যেই ওঠা নামা হ'তে থাকে। বিজ্ঞানে পৌঁছালে সাধক লীলাচ্ছলে আবার নেমে আস্‌তে পারে, কিন্তু এই যে নেমে আসা, ইহা আর সাধকের ইচ্ছায় হয় না, তখন হয় শক্তির ইচ্ছায়। উপরে যে বিজ্ঞানের খেলা হ'তে থাকে, সেখান হ'তে সাধক যে নেমে আসে তা কেবল ভাবে এবং মনকেও তার সঙ্গে ঊর্দ্ধে তুলে নেবার জন্যই। বিজ্ঞানে উঠে গেলেও, শক্তির ইচ্ছা হ'লে, সাধক নেমে এসে, এমন কি physical অবস্থাতেও, কিছুকাল অবস্থান করে। এটাকে পতন বলা যায় না, কারণ এই নেমে আসা,

সমস্ত নিম্নস্তরকে শুদ্ধ করে' উচ্চে তোলবার জন্য। তারপর আনন্দের কথা। মানুষ সকল অবস্থাতেই একটা আনন্দ অনুভব করে। প্রাণ, মন, বুদ্ধি এবং বিজ্ঞানলোকে সকলেরই মধ্যে আনন্দের স্থান আছে, সে আনন্দকেও সচ্চিদানন্দ বলা যেতে পারে, কিন্তু বিজ্ঞানেরও উর্দ্ধে মানুষ যে আনন্দ অনুভব করে, তা হচ্ছে অনন্ত সচ্চিদানন্দ, সেখান থেকে আর নাম্‌তে হয় না। Will-এর একটা আনন্দ আছে, উহা কর্ম্মের আনন্দ; heart-এর মধ্যে যে আনন্দ আছে, উহা ভক্তির আনন্দ; এই আনন্দের মধ্যে মানুষের ভাবের খেলা হ'তে থাকে, তাই ভক্ত তার ভগবান্‌কে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করে' আনন্দ পায়, কর্ম্মী তার সকল কর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণের জন্য কর্‌ছে এই অনুভূতিতে আনন্দ পায়, কিন্তু এ সব আনন্দের মধ্যেও একটা limitation আছে, এখানে জ্ঞানের আলো ফুটে ওঠে নি, এখানে 'আমি' থেকে যায়।

* * *

শ্রীকৃষ্ণকে সখারূপে নিয়ে সখ্যের সাধনা, তারপর

দাস্যের সাধনা, শ্রীকৃষ্ণ প্রভু আমি দাস, বাৎসল্যের সাধনাও এইরূপ, শান্তের সাধনা সকল সময়েই চল্‌তে পারে, মধুর সাধনায় সবগুলিকে ভরে' বিজ্ঞানলোকে নিয়ে যায়। এই বিজ্ঞানলোকে পৌঁছালে আর সখ্য শান্ত দাস্য মধুর কোন সাধনারই প্রভেদ থাকে না। সকল সাধনাই সেখানে এককালে হ'তে থাকে। বিভিন্ন স্তরে যখন বিভিন্ন সাধনা চলে, তখন "আমি"-রূপ অহঙ্কার থেকে যায়, কিন্তু বিজ্ঞানে পৌঁছালে আর 'আমি' থাকে না। সকলের মধ্যেই তখন একটা universal consciousness অনুভব করা যায়। সাধনার প্রথম অবস্থায় মন এবং বুদ্ধির খেলা বিজ্ঞানের খেলা বলে' ভ্রম হ'তে পারে। ক্রমে সাধন কর্‌তে কর্‌তে ভুল ঠিক হয়ে যায়।

* * *

যোগ গ্রহণ করা তত কঠিন নয়, কিন্তু এ পথে দুটী জিনিষ খুবই শক্ত। (১) commune, (২) বিজ্ঞান। প্রথম হচ্ছে, ত্রিমার্গের সাধনা, উহাই

যোগের ভিত্তি, ইহার উপরেই commune এবং বিজ্ঞান উভয়ই প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এই ত্রিমার্গের সাধনা চল্‌লেও, বিজ্ঞান এবং commune না হ'লে যোগের পূর্ণতা আসে না। যদি একটী অপূর্ণ থেকে যায়, তাহ'লে যোগের যে পূর্ণতা তা আস্‌তে বিলম্ব হয়। বিজ্ঞান সাধনা না হ'লেও যোগের উপর (অর্থাৎ ত্রিমার্গ সাধনার উপর) ভর করে' commune গড়ে' তোলা যায়, কিন্তু বিজ্ঞানকে বাদ দিয়ে যে commune গঠিত হয়, উহা কখনও স্থায়ীভাবে টিঁক্‌তে পারে না। Heart-এর উপর basis করে' ত্রিমার্গের সাধনা চল্‌তে পারে। সেখানে যে কোনরূপ commune গড়ে' না ওঠে তা'ও নয়, কিন্তু বিজ্ঞান সাধনার অভাবে উহা কিছুকালের মধ্যেই নষ্ট হয়ে যায়। ভারতে যত ধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়েছে, সবের মধ্যেই এই বিজ্ঞান সাধনার অভাব ছিল। ভাবের উপর ভর করে' চৈতন্যের ধর্ম্ম গড়ে' উঠেছিল, কিছুদিনের জন্য চৈতন্যধর্ম্মের intensity খুবই প্রবল হয়েছিল, কিন্তু বিজ্ঞান সাধনার অভাবে উহা টিঁকে নাই ; বুদ্ধের ধর্ম্ম

শুধু জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, কিন্তু সেখানেও ছিল না higher বিজ্ঞান, বৌদ্ধধর্ম্মের নিশানা ভারতে নেই, চীন ও জাপানে উহা আশ্রয় নিয়েছে। আরও অনেক অনেক ধর্ম্মের মধ্যে এই বিজ্ঞান সাধনা ছিল না, তাই কোনটিই স্থায়ী হয় নি। বিজ্ঞান সাধনা না হ'লেও commune-এর ভাব থাকৃতে পারে, অনেক ধর্ম্মের মধ্যে সে ভাব ছিল, কিন্তু এক বিজ্ঞানের অভাবে সকলেরই পতন হয়েছে। এমন কি বৈদিক আর্য্যদের মধ্যেও এই higher বিজ্ঞানের পূর্ণতা আসেনি, তাই সেখানেও যে commune-এর খেলা দেখা দিয়েছিল, তা'ও পূর্ণ হয়নি। এই বিজ্ঞানই এ যুগের নূতন contribution, বিজ্ঞান না হ'লেও যোগ এবং commune দুই হ'তে পারে, কিন্তু উহা mental plane-এর যোগ, এই mental plane-এ থেকে সকল রকম সাধনা সম্ভব, তবে উহাদের স্থায়ীত্বের সম্ভাবনা অল্প। কর্ম্ম কর্‌বার সময় কর্ম্মের প্রমত্ত ভাব য়াতে না আসে, সে দিকে সাবধান থাকৃতে হবে। কর্ম্ম কর্‌তে হবে, কিন্তু কর্ম্মের মধ্যে এমন একটী শান্ত নিথর

অবস্থা থাক্‌বে, যেন আমরা কর্ম্মের উপরে গিয়ে অবস্থান কর্‌তে পারি। এই বিজ্ঞানের শান্ত অবস্থা না আস্‌লে, কর্ম্মের প্রমত্ততার মধ্যে আপনাকে হারিয়ে ফেল্‌বার সম্ভাবনা আছে। বিজ্ঞান সাধনার অভাবেই কর্ম্মের প্রমত্ত অবস্থা আসে।

৫

অহংকার একেবারেই থাক্‌বে না। অনেকের সাত্ত্বিক গর্ব্ব আছে। বাহির থেকে সাত্ত্বিক অহং-কার রাজসিক বা তামসিক অহংকারের অপেক্ষা ভাল দেখাতে পারে, কিন্তু আসলে উহা অহংকার। সাত্ত্বিক অহংকার থাক্‌লেই একদিন রাজসিক বা তামসিক অহংকার প্রকট হয়ে উঠ্‌তে পারে। সাত্ত্বিক অহংকার যেখানে আছে, সেখানে রাজসিক বা তাম-সিক অহঙ্কারও ভিতরে সুপ্ত থাকে, এবং ইহা প্রকট হয়ে উঠ্‌লে বিপদের মাত্রা অধিক হয়। কোন রকম অহংকারই রাখ্‌বে না, তা সে সাত্ত্বিক, রাজসিক বা তামসিক যাই হোক। এই সাত্ত্বিক অহংকারকে basis করে' একটা ধর্ম্ম গড়ে' উঠ্‌তে পারে, কিন্তু সে ধর্ম্ম mental plane-এই থাক্‌বে, heart ছাড়িয়ে কখন বিজ্ঞানে পৌছাবে না। আর সাত্ত্বিক অহংকার

নিয়ে যা গড়ে' উঠ্‌বে তা হবে গণ্ডীবদ্ধ, কাজেই এক্ষেত্রে একটা sect গড়ে' ওঠ্‌বারই অধিক সম্ভাবনা। সাত্ত্বিক অহংকারের ভিতর largeness নেই, তাই সেখানে limited কিছু গড়ে' ওঠে। সাত্ত্বিক অহংকার দিয়ে একটা ধর্ম্ম গড়ে' তোলা যায়—একটা social change নিয়ে আসাও সম্ভব হয়, কিন্তু সে কাজ আমাদের নয়।

* * *

আমরা চাই একটা spiritual humanity, একটা দেবজাতি। একেবারে বিজ্ঞানে উঠে গিয়ে, সকল অহং পরিত্যাগ না করলে, তা কখনও সম্ভব হবে না। অতীতে যা কেউ দেয় নি, এযুগে সেই জিনিষ আবির্ভূত হয়েছে, এবং আজিকার অভিনব সম্পদই যে শেষ, সবখানি, এমন কথাও মনে ক'রো না। Infinite-এর কতটুকু এ যুগে সম্ভব হবে, ভবিষ্যতে আবার অনেকে আস্‌ছেন, যাঁরা বর্ত্তমানকে আরও সমৃদ্ধ করে' তুল্‌বেন, infiniteকে কেহ

কি exhaust কর্‌তে পারে?

* * *

আত্মসমর্পণ করে' অনেকে মনে করে, যার কাছে সে আত্মসমর্পণ করেছে সে সব করিয়ে নেবে, এটা কিরূপে সম্ভব হয়? অবশ্য একজন যদি giver হয়, অপর জনকে receiver হ'তে হবে। যে receiver তার স্বভাব যদি বাধা দেয়, giver কি কর্‌তে পারে? Giver যা দেয়, receiverকে সেটা খেল্‌বার একটা অবাধ গতি দিতে হবে। সেখানে যদি গণ্ডী থাকে, একটা tightness থাকে, তা হ'লে দেওয়া জিনিষটা কি করে' receive কর্‌বে? Free play দিলে তবে তো করিয়ে নেওয়া সম্ভব। দেওয়া যায় যোগের principles, আর তাকে push কর্‌বার শক্তি, নিজের স্বভাব দিয়েই সেটাকে মানুষ নেয়, অহং চলে' গেলেও এই স্বভাবের খেলা হ'তে থাকে, স্বভাবের একান্ত নিরসনে যোগের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়।

* * *

(আত্মসমর্পণ করতে হবে ভগবানের কাছে—মানুষের কাছে নয়। ভগবান্ হচ্ছেন infinite, মানুষ মস্ত উপায় বটে, কিন্তু উপায়কে লক্ষ্য বলে' গ্রহণ করলে ভুল করা হবে।) আমাদের দেশে গুরু-বাদের মধ্যে বহু আবর্জ্জনা প্রবেশ করেছে, আমরা চাই গুরুভাব উড়িয়ে দিতে। আজ পর্য্যন্ত যে সকল ধর্ম্মসম্প্রদায় হয়েছে—তার মধ্যে সকলেই প্রায় গুরু-ভাবের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ে, আমরা কেবল বিবেকানন্দকেই দেখেছি, যিনি গুরুভাবের মধ্যে আবদ্ধ হন নি। রামকৃষ্ণ মিশনে আর যাঁরা আছেন, তাঁরা সবাই শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে পড়েছেন।

অহং ত্যাগ হ'লেও, অহং'এর ছায়া থাকে। যতক্ষণ না এই অহং'এর ছায়া পর্য্যন্ত চলে' যায়, ততক্ষণ মানুষের mental plane-এ কার্য্য হ'তে থাকে। মানুষ যখন mental plane-এর highest stageএ গিয়ে উপনীত হয়, তখনও তার সাত্ত্বিক অহংকারের ছায়া থাকে, এবং এই অহং'এর ছায়াকে আশ্রয় না করলে সে কার্য্য করতে পারে না; অন্যথা

হ'লে একটা chaotic অবস্থা আসে, যেমন পরমহংস-দের হ'য়ে থাকে, তাঁরা কখন হাসেন, কখন কাঁদেন। আর মানুষ যখন mental plane ছাড়িয়ে supra-mental planeএ এসে উপনীত হয়, তখন তার অহং-এর ছায়া পর্য্যন্ত চলে' যায়, বিজ্ঞানের স্তর থেকে তখন তার সমস্ত কার্য্য হ'তে থাকে।

*   *   *

ধ্যান করতে বসে'—চিন্তা স্রোত যখন নেমে যাবে, তখন ঐদিকে খুব জোর দিতে হয়, ভিতর প্রশান্ত হ'লে জ্ঞানের আলোকে সমস্তটা ভরে' যাবে। দেখ্‌তে হবে উপর হ'তেই জ্ঞানস্রোত নেমে আস্‌ছে। এই রকম কর্‌তে কর্‌তে সাধক যখন বিজ্ঞানে প্রতি-ষ্ঠিত হয়, তখন তার এ অবস্থাটা abnormal বলে' বোধ হয়, আর ঐ যে জ্ঞানে অবস্থিত অবস্থা উহাই হয় স্বভাব। প্রথম প্রথম যোগের যে অবস্থা, তা'তে মানুষের অবস্থাই হচ্ছে স্বাভাবিক, আর এই জ্ঞানের অবস্থাই abnormal ; সাধারণ লোক কর্ম্মের

impulse হ'তে কর্ম্ম করে, যোগী দেখেন কর্ম্মের পশ্চাতে একটা মহান বিরাট ভাব রয়েছে—সেই জ্ঞানের অনুভূতি নিয়েই তাঁরা কার্য্য করেন।

* * *

(কর্ম্মের পশ্চাতে যে মহান বিরাট ভাব রয়েছে, তার অনুভূতি ত আস্‌বেই, আরও অনুভব কর্‌তে হবে—পুরুষকে—যিনি শক্তির পশ্চাতে থেকে কর্ম্ম করাচ্ছেন। এই পুরুষের অনুভূতি জাগ্‌লেই পূর্ণ জ্ঞান আস্‌বে।) সাধনার তিনটী স্তর—প্রথম আত্মজ্ঞান, দ্বিতীয় ব্রহ্মজ্ঞান, তৃতীয় ভগবদ্‌জ্ঞান।) আত্মজ্ঞান আস্‌লে, আমি সবেতে অবস্থিত এবং সব আমাতে অবস্থিত, এই জ্ঞান ফুটে ওঠে; তারপর যখন ব্রহ্মজ্ঞান আসে, তখন সবই এক, সবই ব্রহ্ম, এই অনুভূতি জেগে ওঠে; সর্ব্বশেষে যখন ভগবদ্‌জ্ঞান হয়, তখন ব্রহ্মই ভগবান্, ইহা প্রত্যক্ষ হয়, ভগবান্ সর্ব্বভূতে সর্ব্ব অবস্থায় বিরাজিত, এটা স্পষ্ট দেখ্‌তে পাওয়া যায়, তখন একটা universal conscious-

ness-এ সাধক ভরে' থাকে—জগতে আর কিছু ভেদ থাকে না। সবই তখন ভগবান্। এই যে বিভিন্ন জ্ঞানের কথা বল্‌ছি, ইহার কোনটী আগে হয়, কোনটী পরে হয় এমন কিছু নয়। এইরূপ পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞানসিদ্ধ যোগী একশত জন চাই। তাহ'লে জগতে একটা অলৌকিক পরিবর্ত্তন আস্‌বে।

* * *

উপস্থিত যে ভাবে সাধনা চলেছে, তার মধ্যে কর্ম্ম এবং ভক্তিই প্রবল। শক্তি এবং প্রেম বিশাল সমুদ্রের ঢেউ, শুধু ঢেউ নিয়ে থাকলে তো হবে না, উৎসে পৌঁছাতে হবে, উৎস হ'তে হবে। তবে তো শান্ত অবস্থা আস্‌বে, তবে তো অতল দেখ্‌তে পাবে ; আর যদি খালি ঢেউ নিয়ে থাক, একদিন সে ঢেউ শুখিয়ে যাবে। যখন জ্ঞানসমুদ্রে ডুব দিতে পার্‌বে, তখন তার মধ্যে শক্তি এবং প্রেম, কর্ম্ম এবং ভক্তি,—দুইই পাবে, সবই সমানভাবে পাবে। এ জ্ঞান সাধারণ জ্ঞান নয়, পূর্ণ জ্ঞান, বিজ্ঞান এর basis—

এই বিজ্ঞানের মধ্যে জ্ঞান ভক্তি কর্ম্ম সবই থাক্‌বে।

* * *

এই পূর্ণ জ্ঞান অবধারণ কর্‌বার mould প্রস্তুত করা চাই, mould ঠিক হ'লে জ্ঞানের perfection আন্‌বার বিলম্ব হয় না। দেহ প্রাণ মন সমস্ত পূর্ণভাবে সমর্পিত হ'লে, ভগবান্ অজস্রধারে তার ভেতর জ্ঞান ঢেলে দেন। Mould তৈয়ারী হ'লে পূর্ণ জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা সহজেই হবে, সঙ্গে সঙ্গে কাজও বৃহৎ হ'য়ে উঠ্‌বে। Perfection এলে যে কর্ম্ম আরম্ভ কর্‌তে হবে, এমন নয়, জ্ঞান যদি আস্‌তে আরম্ভ করে, কর্ম্ম কর্‌তে কর্‌তেই পূর্ণতা এসে যাবে। প্রথম প্রথম meditation দরকার, এ'তে খুব help হয়, কিন্তু যখন passivity এসে যায়, তখন একটা insistence of will থাক্‌লেই যথেষ্ট। সকল কর্ম্মের মধ্যেই passivity রাখা চাই, যখন কোন কাজ থাক্‌বে না, তখন এইদিকেই খুব জোর দিতে হবে।

(বলেছি একটা mould তৈয়ারী হবে—মনের একটা preparation দরকার। দেখ্‌তে হবে, সেটা হয়েছে কি না। মনটা হবে শান্ত স্থির—একটা নিথর stillness, একটা বিপুল সমতার প্রতিষ্ঠা হবে। Stillness মানে এমন কিছু নয়, যে তার মধ্যে আর কিছুই হবে না—চাই একটা অটল অচল স্থিরভাব—প্রকৃতির সব রকম ঘাত প্রতিঘাত, যা কিছু মনকে বিচলিত কর্‌তে আস্‌বে, সেই সবে অবিচল, unaffected থাক্‌বার অভ্যাস, এইটা বুদ্ধির মনের স্বভাবসিদ্ধ হয়ে যাবে। আর সঙ্গে সঙ্গে একটা মহান বৃহৎ বিশ্বভাব—একটা infinite realisation—সকল ভুবনভরা, all-embracing, সকলের মধ্যে অখণ্ড-ভাবে ছেয়ে আছে—তাতে অবস্থান কর্‌তে হবে—নিজেকে তার ভিতরে ছড়িয়ে দেওয়া—অন্ততঃ তার

কোলে অংশরূপে অবস্থান করার অভ্যাস সিদ্ধ হওয়া চাই। মনের, এই শান্ত সত্তায় নিরবচ্ছিন্ন নিমগ্ন থাকা অভ্যাস হয়ে গেলে, ধীরে ধীরে বিজ্ঞান ফুটে উঠ্‌তে আরম্ভ কর্‌বে। কিন্তু তার জন্য যেন কোনরূপ impatience না থাকে, অধীর নয়, অখণ্ড নির্ভরতা নিয়ে থাক—ভগবান্ সব ধীরে ধীরে ফুটিয়ে তুল্‌বেন।

* * *

প্রথম হবে thought-এ—একটা জ্ঞানধারা অনুভব কর্‌বে—উপরে তার উন্মেষ হবে—mind'এর ভিতরে inspiration-রূপে নেমে আসা নয়—mind ছাড়িয়ে একটা উর্দ্ধ activity আরম্ভ হয়ে যাবে—supermind-এর সেইটা হবে direct action—স্বরূপ-সৃষ্টি। দুই ধারায় হবে—প্রথম জ্ঞান—একটা নূতন জ্ঞান ঘনীভূত হয়ে উঠ্‌বে—সেইই সব উপর থেকে আপনি দেখিয়ে শুনিয়ে দেবে—কি কর্‌তে হবে, কোথায় imperfection, কি বর্জ্জন কর্‌তে হবে—সব কথাই সে বলে' দিতে আরম্ভ কর্‌বে—

সে'ই ভিতরের গুরু। তার আলোকে সব করতে হবে। এই একটা দিক। আর একদিকে হবে, একটা স্বচ্ছ Will'এর formation—তার পরে এক সময়ে এই দু'য়ের, সত্যজ্ঞানের এবং মূল ইচ্ছার, মিল হয়ে যাবে—দুই মিশে একে পরিণত হবে—অখণ্ড স্বরূপে।

* * *

উপর থেকেই সমস্ত mentalityকে তুলে নেবে। সমস্ত পূর্ণরূপে intuitivitise হয়ে যাওয়া চাই। এই intuitive action হবে একেবারে স্বচ্ছ নির্দোষ, —নিজে নিজেই অনুভব করবে—সেই action আর সাধারণ চিন্তার খেলায় কি তফাৎ, difference ক্রমেই বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠবে। সব mentalityটা এই রকম intuitivitised হবে—তা'হলে বিজ্ঞানের খেলা অনাহত হবে। Heart'এর দিক থেকে সম্পূর্ণ surrender চাই। এই consciousness থাকবে—সমস্তের মধ্যে এক অনন্ত-ভগবান্—তাঁর

অনন্ত শক্তিযোগে সমস্ত কর্‌ছেন। তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণরূপে হউক—নিজের কোনরূপ স্বতন্ত্র ইচ্ছা—সূক্ষ্ম insistence-টুকু পর্য্যন্ত রাখ্‌বে না। কোন ইচ্ছা নয়, সবটুকু তাঁর উপর নির্ভর করে' দেবে। তোমাদের বকলমাটা হয়েছে।) জান্‌বে—তাঁর মঙ্গল ইচ্ছাই সব কিছু ঘটনা সৃষ্টি কর্‌ছে—তাতে তিলমাত্র সংশয় রেখো না।। ভগবানে সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা চাই। তিনি যা কিছু imperfection দেখ্‌ছেন, তখনি সমস্ত নিরসন কর্‌বার জন্যই সব কিছু কর্‌ছেন—এসব সাধনার পর্য্যায় বলেই স্মরণ রাখ্‌বে—সাধনারই জন্য দরকার। তিনি পরিপূর্ণ কল্যাণময়, অনন্তভাবে অনন্তরূপে তাঁরই অনন্তশক্তি কল্যাণ ও মুক্তিবিধানের জন্য নানা ঘটনা তরঙ্গে খেলা কর্‌ছে—কিছু বিচলিত না হয়ে অক্ষুণ্ণ, সম্পূর্ণ, কল্যাণ-শ্রদ্ধা তাঁর উপরে রাখ্‌বে। শ্রদ্ধাই সব ঠিক করে' দেবে—শ্রদ্ধাই উৎসর্গের ভিত্তি—অনন্ত জ্ঞান সে নিয়ে আস্‌বেই আস্‌বে। তিনিই পূর্ণ জ্ঞান-শিক্ষার ভার গ্রহণ করেছেন।

* * *

আর, একটা universal loveএ হৃদয়খানি পূর্ণ করে' রাখ্‌বে—সকলের জন্য সমভাবে। সকলের মধ্যেই তিনি খেল্‌ছেন—এই consciousness অব্যাহত রাখ্‌বে। একটা deep love, আর ওই surrender, ও সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা হ'লেই হৃদয়ের সমস্ত obstruction চলে' যাবে। ভগবান্‌ সব নিঃশেষে নিরসন করে' দিচ্ছেন। অধীর বা বিচলিত না হয়ে স্থির নিষ্ঠায় অগ্রসর হয়ে চল—বিজ্ঞানের উৎস খুলে গেলে, স্বরূপ-খেলা সিদ্ধরূপে সম্পন্ন হবে।

* * *

প্রথম দরকার, নিজেকে একেবারে চিন্তাশূন্য করে' ফেলা। মন বুদ্ধিকে একেবারে খালি কর্‌তে পার্‌লে, একটা স্তব্ধ নিথর প্রসন্ন শান্তভাব আসে। তখন উপর থেকে আর একজন খুব সুস্পষ্ট রকমে কথা কইতে আরম্ভ করে। যা বল্‌বার সে'ই সব বলে, যা কর্‌বার সে'ই সব করে। 'লেলে' যখন আমায় প্রথম এই ভাবটার সন্ধান বলে' দেয়, তাই

কর্‌লুম। তিনদিনে সমস্তটা একেবারে empty of thought হয়ে গেল। বক্তৃতা দেবার ভার পড়্‌লো —কিন্তু কি বল্‌বো—ভিতর সব খালি। লেলেকে সেই কথা বল্‌তে, সে বল্‌লে, কিছুই কর্‌তে হবে না —উপর থেকেই সে সব বল্‌বে। তাই হ'লো—কে অনর্গল সব বল্‌তে আরম্ভ কর্‌লে। সে একেবারে আমার সাধারণ ধরণে নয়—নূতন ভাষাভঙ্গী, নূতন style—যখন চমক ভাঙ্গ্‌লো, তখন দেখি হাতে কে একজন এক টুক্‌রা কাগজ দিচ্ছে। এমনি ভাবে ...... থেকে ...... পর্য্যন্ত সারা পথ বক্তৃতা দিতে দিতে গেলুম। এখন এই অবস্থাটা normalised হয়ে গেছে। নিজের intellect দিয়ে কিছু বল্‌তে কর্‌তে ভাব্‌তে আদৌ হয় না—সব উপর থেকে আসে, হয়।

* * *

কোনরূপ mental construction না রাখাই হচ্ছে—এই বিজ্ঞান-প্রাপ্তির প্রথম, প্রধান, আর

indispensable condition—বুদ্ধির যা কিছু চিন্তা, মনের যা কিছু অনুভূতি, এই সব উপর থেকেই আসে —তবে নীচের এই আধার-স্তরে এসে মিশিয়ে ঘুলিয়ে গিয়েই যত গণ্ডগোল বাধে। তখন idea'র সঙ্গে idea'র, feeling-এর সঙ্গে feeling-এর, impulse-এর সঙ্গে impulse-এর, আবার এই সবের পরস্পরে কত রকমই না বিরোধ বিসম্বাদ বেধে যায়। সাধারণ mental অবস্থাই আমাদের এই রকম একটা নিরন্তর warring self-conflict-এ পূর্ণ। মনের ধর্ম্মই এই self-division—সেখানে সামঞ্জস্য অসম্ভব। যথার্থ ও অবিকৃত সত্য পেতে গেলে মন ছেড়ে উপরে অধিরূঢ় হ'তে হবে। সেইখানেই আসল জ্ঞান, নিখুঁত প্রেরণা, খাঁটি ও সত্য প্রেম এবং সামঞ্জস্য (harmony)। বিজ্ঞানই হচ্ছে—Home of Truth—সত্যের স্ব-দমং—মূল নিজ ধাম—সব কিছু'র পূর্ণ real স্বরূপ সেইখানেই পাওয়া যায়।

* * *

মন স্থির শান্ত হ'লেই সত্যের প্রকাশ হয়।

ভগবান্‌কে স্বয়ংপ্রকাশ বলা হয়—সে খুব সত্য—মন নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেল হ'লেই ভগবান্ আপনি প্রকাশ হন। Supermind-কে বেদে ও উপনিষদে সূর্য্যস্বরূপ বলেছে। এ'ও খুব জ্বলন্ত সত্য অনুভূতি। আদিত্য-বর্ণ জ্যোতিঃ-পুরুষকে অনুভব করা যায়। সকলেই সেখানে এইরূপ করে—কর্‌তে পারে। বিজ্ঞানকে চতুর্থ লোক বলা যায়। প্রত্যেক plane-এরই এক একটা বিশিষ্ট বর্ণ (colour) আছে। Physical substance—বাহিরের এই matter নয়, আসল pure "anna"-principle-এরও পর্য্যন্ত একটা বিশিষ্ট রং আছে, crimson red—বিজ্ঞানের বর্ণ, golden light—হিরণ্ময় জ্যোতিঃ।—হিরণ্ময়েণ পাত্রেণ সত্যস্য অপিহিতম্ মুখম্। এসব প্রত্যক্ষসিদ্ধ অনুভূতি। বিজ্ঞান-সূর্য্যের এই golden light—সত্য সত্যই psycho-spiritual realisation দিয়ে প্রত্যক্ষ হয়। বৈদিক ঋষিদের এইরূপ realisationই ছিল।

* * *

সাধারণ inspiration—যাকে প্রেরণা বা প্রত্যাদেশ বলা হয়, উপর থেকেই আসে—কিন্তু অলক্ষ্যে চিত্তভূমিতেই নেমে, তারপর সেইখানে পুনরায় ফুটে উঠে' জাগ্রত বুদ্ধিকে গিয়ে আঘাত করে। সেই অবস্থায় প্রেরণার কার্য্য হয়। এ'তে অনেক ভুল ও বিকৃতির সম্ভাবনা নেই তা নয়। কেন না—হৃদয়ের, মনের স্তরে অবতরণ করায় অনেক মিশল —intermixture হয়ে যায়। সেই mixed প্রেরণার খেলাই জীবনে ঘটে। এই রকম প্রেরণার খেলা ছাড়িয়ে একেবারে উপর থেকে direct action-এর channel-রূপে অন্তঃকরণটাকে পেতে দিতে হবে। সেইজন্যই অখণ্ড সমতার উপর এত জোর দিই। mind, heart, intellect-এর একটুকুও action থাকতে, কোথাও কি একটা twist থেকে যাবার সম্ভাবনা। আর অবিকৃত ধারণসামর্থ্যের জন্যও সমতার একান্ত প্রয়োজন। নহিলে—ভাবাতিশয্যে অনেক রকমের শরীর মনের বৈষম্য অবস্থা ঘটতে পারে। উপরের বিদ্যুৎশক্তি ধারণের পূর্ণোপযোগী

আধার গড়ে' না নিলে উপরের ধাক্কা শরীর মন ভেঙ্গে দিতেও পারে। এ রকম-অবস্থায় কিছুদিন ভিতরটা খালি করে' রাখ্‌লে উপকার হয়।

৭

Chief difficultyই হচ্ছে এইখানে—মনের কবল এড়িয়ে ওঠা। মনের ছলনা অসীম—উপরের কিছু নেমে এলো—অমনি পুরাতন মন—যেন ওৎ পেতে বসেছিল—তার উপর গিয়ে rush করে' পড়্লো। নিজে সেইটা use কর্তে আরম্ভ করে' দিল। পরক্ষণেই দেখা যায় কোথায় কি একটা গণ্ডগোল ঘটে গিয়েছে। Will-এর দিক দিয়েও ঠিক ওই রকম। একটা নেমে এলো—অমনি পুরাণো will তার উপর অভ্যাসমত চড়াও হয়ে বস্লো। খানিক চ'লেই দেখা গেল—something was wrong in the way—তখন আবার শান্ত অবস্থায় ফিরে এসে বস্তে হয়। আবার সব ঠিক হয়। এই রকম মনের দুস্ত্যজ্য activity অনেক দিন ধ'রেই চলে। ধৈর্য্য অবলম্বন করে' এই মনের ভোগ-

গুলা কাটিয়ে উঠ্‌তে হবে। তারপর ক্রমেই মন শিষ্টতর হ'তে আরম্ভ কর্‌বে।

* * *

দুই রকম সাধনা আছে—এক নিজের তপস্যা। কর্ম্মযোগ কিংবা জ্ঞানযোগ। এ সাধারণ জ্ঞানযোগের কথাই বল্‌ছি। সমস্ত পৃথক হয়ে দ্রষ্টাভাবে দেখে যেতে হয়—মনের ভিতর কি কি desire, impulse, thoughts সব উঠ্‌ছে পড়্‌ছে, উদাসীন হয়ে দেখ্‌তে হয়—কিছুতেই identified হ'তে নেই। প্রথম প্রথম আগে মিশিয়ে পড়্‌তে হয়, তারপর দৃষ্টি পড়ে। ক্রমে অভ্যাস হয়ে যায়—সঙ্গে সঙ্গে দর্শনে পড়ে। সমস্ত অনুভূত হয় প্রকৃতিরই ত্রিগুণের ক্রীড়াতরঙ্গ বলে'। বস্তুতঃ, নিজের বলে' কোনও thoughts, feelings, actionsই আমরা দাবী করতে পারি না —সব প্রকৃতিরই দেওয়া। Prakriti puts all these into us—এ প্রকৃতিরই একটা trick— আমরা তাতে মিশিয়ে জড়িয়ে অভিভূত হয়ে পড়ি—

ফলে সুখদুঃখ, পাপপুণ্য, ফলাফলের দ্বন্দ্ব। একটা উল্টা trickএ আমাদের উপর প্রকৃতির এই কৌশলের ক্রিয়া ব্যর্থ করতে হবে। সে হচ্ছে—এই পৃথক্‌করণ—self-dissociation—নিজেকে একবার প্রকৃতি থেকে আলাদা যদি জানতে পার—you are saved. অবিচল দ্রষ্টাপুরুষ যতই স্থিরপ্রতিষ্ঠ হ'তে থাকবে—ততই সমস্ত বন্ধন দ্বন্দ্বতরঙ্গ খসে' পড়বে—শেষে আর একেবারেই হবে না। এইটা জ্ঞানযোগ। কিন্তু এই হ'লেই সব সমাপ্ত হ'লো না। গুণ থেকে self মুক্ত হ'লেও—প্রকৃতির গুণগুলারও রূপান্তর চাই। গীতাকার নিস্ত্রৈগুণ্যের পরের proposition মাত্র উল্লেখ ক'রেই শেষ করেছেন। উত্তম রহস্য বলে' রহস্যের মধ্যে রেখে দিয়ে গেছেন। সেই রহস্য উদ্ধার করতে হবে।

*   *   *

কর্ম্মযোগেরও এই একই ধারা। প্রথম, ফলাফল সমর্পণ করে' কাজ করে' যেতে হয়। হৃদ্-দেশে ভগ-

বান্ আছেন জেনে, তাঁকে স্মরণ করতে করতে সকল কর্ম্ম অনুষ্ঠান। যথা নিযুক্তোঽস্মি। এখানেও 'আমি' করছি। তারপর এই কর্ত্তৃত্ব অভিমানটুকুও উৎসর্গ করতে হয়। ফলের সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মও সমর্পণ করতে হবে। কর্ম্মগুলি হবে—প্রকৃতির গুণানুসারে। পুরুষ দ্রষ্টাভাবে দেখতে থাকবে। এখানেও জ্ঞানযোগের সেই দ্রষ্টৃত্বটুকুই এসে' পড়ছে। দেখবে—universal শক্তি সমস্ত চিন্তা, অনুভব, সৃষ্টি, সম্পাদন করে' চলেছেন। একটা প্রশান্ত সমদর্শী সাক্ষী অবস্থা লাভ হয়। দ্বন্দ্ব থাকে—কিন্তু মনে প্রাণে শরীরের ত্রিস্তরেই সব হ'তে থাকে—ভিতরটা সমতা-প্রতিষ্ঠ থাকে। এ অবস্থায় বাহিরের লোকের কাছে হয়ত অনেক দোষগুণ গুরু-লঘুত্বের খেলা দৃষ্টিগোচর হয়ে পড়তে থাকে—কিন্তু অন্তরের পুরুষকে বেশ গুণাতীত, শান্তি-ময় অবস্থায় নিথর অনুভবের মধ্যে পাওয়া যায়। এ'ও খুব উচ্চ অবস্থা সন্দেহ নেই। কিন্তু, আমি এ-অবস্থাকেও imperfect অবস্থা বলি। Perfect ক'রতে গেলে, গুণেরও পরিবর্ত্তন চাই। তা মনের

স্তরে হয় না। বিজ্ঞানে উঠ্‌তে হয়। সাধারণ ভক্তি-যোগ এই psycho-spiritual স্তরের মধ্যেই বাচ্‌ খেল্‌তে থাকে। তা অতিক্রম করে' উঠ্‌তে হবে। বিজ্ঞানে না উঠ্‌লে ভগবানের আসল প্রকৃতির, real divine nature-এর পরিচয় পাওয়া যায় না। গীতায় তাঁকেই পরাপ্রকৃতি বলেছেন—কিন্তু মাত্র সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করে'ই রেখে দিয়েছেন। যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ। এই উর্দ্ধ্ব প্রকৃতি—supramental nature-এর মধ্যেই দিব্য গুণগুলি আছে। এ যুগের মানুষকে এই দিব্য ভাগবত স্বভাব আবিষ্কার ও গ্রহণ কর্‌তে হবে।

* * *

আমাদের যোগ—অর্থাৎ পূরা আত্মসমর্পণযোগের প্রথা হচ্ছে—নিজে কিছু সাধ্য সাধনা করা নয়—সব Divine Shakti নিজেই করেন। তাঁর হাতে—সম্পূর্ণ সাধনভার সমর্পণ করে' স্থির থাকৃতে হয়। ভগবান্ নিজে সাধনা করেন। দিব্যশক্তি উপরের

কেন্দ্র নিজেই open করে' দেন। উপর থেকে সব তিনিই খুল্‌তে আরম্ভ করেন। নিজে সব কিছুই করা যায়—কিন্তু নিজেকে supermental স্তরে lift করা যায় না—সে অসম্ভব। Supermind নিজে নেমে এসে' না তুলে' নিলে একেবারেই অসম্ভব। আত্মসমর্পণ-যোগীর আধারে ভগবান্ (Spirit), supermind-এর through দিয়ে নূতন জ্যোতিঃ-স্তর মুক্ত করে' দেন। প্রকৃতির গুণগুলির আসল স্বরূপ ফুটে ওঠে। সত্ত্ব হয় —স্বচ্ছোজ্জ্বল দিব্য জ্যোতিঃ—একটা জ্যোতির্ম্মণ্ডলের মধ্যে সমস্ত জ্ঞান, চিন্তা, অনুভব, ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষগুলি পর্য্যন্ত সম্পন্ন হয়। রজঃ হয়—দিব্য তপঃ, যা অব্যর্থ, সিদ্ধ—imperative, সমস্ত সম্ভাবনাপুঞ্জ ও বাস্তব ঘটনারাজিকে নিয়মিত করে' চলে, আর অভ্রান্ত, সিদ্ধভাবেই সব কিছু করে। সেই দিব্য তপেরই কাজ নিখুঁত লীলা। তমঃ-ও সেখানে রূপান্তর পায় —তমঃ হয়—শম—একটা বিপুল সমরস, শান্ত, গভীর আনন্দের কোলে যেন সদা ডুবে থাকা। সেই বিরাট শান্তির বুকের উপরেই সব জ্যোতির্ম্ময় জ্ঞান ও অনবদ্য

কর্ম্মপুঞ্জের খেলা অনাহত ভাবে সম্পন্ন হয়। এমন কি ঘুম পর্য্যন্ত সেখানে আলোর কোলে, সে কি গাঢ় শান্তি-ভরা সুখময়। মানুষের ভাষা, মন, বড় অসম্পূর্ণ— তা দিয়ে এই দিব্যরাজ্যের কিছুই বর্ণনা করা যায় না। বৃথা বর্ণনা—মানুষের শব্দকে একেবারে তার অনির্ব্বচনীয় অর্থ বহন করান দুঃসাধ্য। এই দিব্যরাজ্যে মানুষকে তুলে' নেবেন—ভগবান্ নিজেই। কেবল right attitude আর sincere aspiration-টুকু চাই। মানুষ দুই বাহু তুলে' ডাক্‌লে, ভগবান্ সহস্র বাহু বাড়িয়ে তাকে উর্দ্ধে তুলে' নেবেন।

* * *

বিজ্ঞানেই সমস্ত সত্য—perfect truth—সে চিন্তায়, ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষে, অনুভূতিতে যাতেই apply কর। রূপেরও পূর্ণ সত্য—সেই সত্যরাজ্যে। নীচে তার ভাঙ্গা ভাঙ্গা অংশ প্রত্যংশ মাত্র। মন খালি কর্‌তে হবে—তার মানে এ নয়, যে thoughtই থাক্‌বে না। Supramentalised thought

আছে—দিব্য শ্রুতি, দিব্য revelation, দিব্য memory আছে। দিব্য যুক্তিবুদ্ধি পর্য্যন্ত আছে। সেই রকম—সংজ্ঞানেরও। একটি ক্ষুদ্র বিহঙ্গকেও উপরের দিব্যচক্ষু দিয়ে দেখ্‌লে কি নূতন আলোকে দেখা যায়—তার ভিতরে বাহিরে যে-সকল সূক্ষ্ম স্থূল বিচিত্র শক্তিতরঙ্গ তার উপর ক্রীড়াপর, সে সব direct sight দিয়ে দেখা যায়। আমার thoughtটা বেশ পরিপক্ক হয়ে গেছে—it is all right—সংজ্ঞানটার খেলায় মনের action—তার সম্ভাবনাপুঞ্জ মিশিয়ে দেয়। এই রকম প্রত্যেক জিনিষের দিব্য স্বরূপ ফুটিয়ে তুল্‌তে হবে। প্রথম, মনের Confused actionই অনেক দিন ধরে' ঘটে' চলে। তারপর ক্রমে ক্রমে শুদ্ধতর হয়ে ওঠে। তখন true mental forms-গুলা প্রতিফলিত হয়ে উঠ্‌তে আরম্ভ করে। তারপর উপর থেকে এই মনকেও lift করে' নেয়। পূর্ণশুদ্ধি আর এই transformationই দরকার—সকল বৃত্তিপুঞ্জের, স্বভাবের সকল অঙ্গের।

* * *

উপরে উঠ্‌তে হয়, মানে এ নয়, যে একটা স্থান আছে, সেইখানে এই যা কিছু সব ছেড়ে উঠে যেতে হবে। আমাদের বর্ত্তমান স্বভাব বড় বদ্‌স্বভাব হয়ে গেছে বলে'ই, এসব পরিবর্জ্জন করা দরকার। আসলে, সমস্ত জিনিষেরই ব্রহ্মত্ব, সত্যত্ব নিয়েই আমাদের বর্ত্তমান স্বভাবকে ছাড়িয়ে উঠি—তখন এ'দের সব কিছুরই আসল স্বরূপগুলি উপলব্ধ হয়। তবে আগে এই physicalised consciousness, এই জড়বুদ্ধি আর দেহ-চৈতন্য ছাড়িয়ে না উঠ্‌লে সূক্ষ্ম সত্য কিম্বা অধ্যাত্ম-সত্য কিছুই অনুভব কর্‌তে পার্‌বে না। এই জড় শরীরের পিছনে আছে, সত্য অন্নকোষ। তেমনি desire-soul-এর পিছনে আছে, একটা বিরাট life-soul ; ওই রকম এই superficial মনের পিছনে আছে real psychical mind—ইউরোপীয়ানরা যেটাকে subliminal mind বল্‌তে চেষ্টা কর্‌ছে—আমাদের হিরণ্যগর্ভ। এই সূক্ষ্ম মানস-লোকের projectionটা যাদের মধ্যে যতটা subtle ও সমধিক —তাদের ভিতর তত কবি-প্রতিভা, শিল্প-প্রতিভা

প্রভৃতি ফুটে উঠ্‌তে দেখা যায়। সূক্ষ্ম psychical চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি স্বতন্ত্র ইন্দ্রিয়রাজিও আছে। স্বতন্ত্র psychical cultureও সম্ভবপর—কিন্তু তাতে dangerও আছে। Psycho-spiritual অনুশীলনই উপকারী। তবে *physical, psychical,* psycho-spiritual ভাব ও সাধনা—এ-সমস্তেরই স্বরূপ-সত্য experience করতে গেলে, supramental nature-এতেই উঠ্‌তে হবে।

*   *   *

সংজ্ঞান—হচ্ছে, ভগবান্ যে চক্ষু কর্ণ দিয়ে দেখেন শোনেন—শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং চক্ষুষঃ চক্ষু, প্রভৃতি। ভগবান্ দেখেন, আগে বস্তুর আসল স্বরূপ, কারণকে; তার পর নানা কল্পনা সম্ভাবনার রঙের খেলা ; শেষে বস্তুতন্ত্র স্থূল কার্য্য—imperative অধ্যাত্ম-সত্য, possible এবং potential psychical সত্য, এবং পরিশেষে স্থূল physical সত্য। আমরা উল্টা দিক থেকে সব দেখি। আগে দেখি স্থূল বাস্তব, তার পর

সূক্ষ্ম সম্ভাবনা, শেষকালে উঁকি ঝুঁকি মারি উপরের অধ্যাত্ম কারণে। এই জন্য আমাদের এত difficulty —পূর্ণ সত্যের দর্শনে। ভাগবত দৃষ্টি পেলে আমরা দেখ্‌বো যথার্থ সত্য, তার মধ্যে তার যত কিছু সম্ভাবনা কল্পনা, আর বাস্তব সত্য প্রকাশও। God said—Let there be light and there was light—ভাব ও হওয়া অঙ্গাঙ্গী, দুইই সেখানে যুগপৎ হয়—কারণে, দৃষ্টি ও সৃষ্টি পূর্ণ ও অবিচ্ছিন্ন লীলা।

* * *

সেই রকম ভাগবত আনন্দেও। ভগবানের যাতে আনন্দ, তাই ঘটে—অনিবার্য্য ক্রমে হয়। আমরাই সুখ দুঃখ দ্বন্দ্ব বোধ করি। দুইটাই আনন্দের প্রকারান্তর। আমাদের receiving powerটা খণ্ডিত বলে', অর্দ্ধেক sensationএ দুঃখই পাই। এ দুঃখ সনাতন নয়। অনেক সময় এমনও দেখা যায়—খুব তীব্র pain হঠাৎ আনন্দে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওঠে। তার কারণ, painও আনন্দই—একটা চরম মাত্রা অতি-

ক্রান্ত হ'লে তার ভিতরের আনন্দটাই released হয়ে ফুটে বেরিয়ে পড়ে। ভগবান্ সমস্ত enjoy করেন। বেদে supermind, বিজ্ঞান-সূর্য্যের চারি দেবরূপ—বরুণ, মিত্র, অর্যামা ও ভগ। ভগ—ভোগ-স্বরূপ। ভগবান্ ভোগময়। Grief ও pain-এও আনন্দ আছে—স্থূল প্রাণের ভিতর থেকে আর একজন সমস্ত দ্বন্দ্ব-রসের আনন্দ আস্বাদন করেন। তবে এই বেদনার আনন্দের আসল উৎসমুখটুকু খুলে' দিতে হবে—তখন পূর্ণ দিব্য ভোগ উৎসরিত হয়ে উঠ্‌বে।

* * *

ভারতের সাধনার বেশ একটা ক্রমধারা দেখা যায়। প্রথম বৈদিক যুগ—ঋষিরা psychical ও spiritual অনুভূতি যোগে উপরে বিজ্ঞান সত্যে উঠ্‌ছিলেন। সে এক মহিমাময় যুগ—মানুষ উপরে দেবতার জগতে উঠ্‌ছে—দেবতাকে জীবনে জন্ম দিচ্ছে—দেবাসুরের সংগ্রামভূমি রূপে নিজেকে পেতে দিয়ে দেবতাকে জয়ী করে' তুল্‌ছে। সে খুব inti-

mate experience—তার পর মানুষ সেই বেদ-জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। 'ব্রাহ্মণ'গুলিতে কত সব ছড়া উপকথা—বেশ বোঝা যায় মানুষ আসল সত্য হারিয়ে ফেলছে। উপনিষদের যুগে মানুষ আর একবার সত্য অন্বেষণ করেছে। এবার psychical experience দিয়ে নয়—Intuitional experence দিয়ে। বেদের মানুষ যেমন উপরে উঠ্‌ছে—উপনিষদের মানুষ, বেশ বোঝা যায় তেমনি উপর থেকে নাম্‌ছে। এই জন্য উপনিষদের সত্য সব খুব উদার মহান্—সত্যের উলঙ্গ সুস্পষ্ট জ্ঞান-ভাব—তবে বেদের সত্যের মত intimate নয়। তবুও, উপনিষদের যুগ একটা বিরাট অধ্যাত্ম যুগ। উপনিষদের ঋষিরা তর্ক জান্‌তেন না, জান্‌তেন দৃষ্টি—কে কি বিচার তর্কে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন তা নয়—কে কি দেখেছেন—এই ভাবেই ঋষিরা পরস্পর অনুভূতি মিলা'তেন—অল্প অনুভূতিকে বৃহত্তর অনুভূতির আলোকে সংশোধন করতেন—সত্য হ'তে সত্যে অগ্রসর হ'তেন। এইরূপে আর একবার পরম সত্য আবিষ্কার করেছিলেন। তার

পর, আরও নেমে এসে মানুষ সৃষ্টি করেছে দর্শন—intellectual and metaphysical—বিচার সিদ্ধান্ত। কিন্তু ভারতের দর্শনের একটা বৈশিষ্ট্য এই—ইহা ইউরোপের দর্শনের মত কেবলই বুদ্ধির কচকচানি নয়। উহাদের প্রত্যেকের পিছনে আছে এক একটা experience—তবে খণ্ড ও partial experience, পরবর্ত্তী যুগে মানুষ psychical অনুভূতিপুঞ্জ আবার শতগুণ প্রতিক্রিয়ায় ফিরিয়ে এনেছে। তন্ত্র is a mass of psychical experiences মাত্র। পুরাণেও এই রকম। বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব জাগরণে—হৃদয় মনকে spiritualised কর্‌বার বিপুল প্রয়াস।

এই সব অবতরণ-যুগে দুটী defect দেখা যায়। প্রথম—এতে মানুষের নিম্নাধারগুলির এক একটার purification হয়ে এসেছে—কিন্তু জগৎ-বর্জ্জন, মোক্ষবাদকে লক্ষ্য করে'। ফলে, জীবনের transfiguration-এর দিকে সবিশেষ অভিনিবেশ দেওয়া হয় নি। মোক্ষমার্গীর একথা বল্‌লে চল্‌বে না, যে মুষ্টিমেয় মুমুক্ষুদের হারিয়ে সমাজ এমন কি ক্ষতিগ্রস্ত

হয়ে পড়েছে ? কারণ, সমাজের শীর্ষমণি যারা তারা উজানগামী হ'লে, সমাজ প্রতিভাবর্জ্জিত হ'য়ে অধোগামী হ'য়ে পড়্‌বেই। তার পর, আরও ভয়ঙ্কর কথা, মোক্ষবাদ মানুষকে হীন ভোগ থেকে কি রক্ষা করতে পেরেছে ? তা পারে নি—অথচ মোক্ষের idea গুরুভারের মত মানুষের স্কন্ধে চেপে তার উদার ও বিশালতর ভোগের ইষণাটুকু কুরে' কুরে' শেষ করে' দিয়েছে। এই একটা defect. দ্বিতীয় দোষ—তারা collective lifeকে নিয়ে চরম পরীক্ষা করতে সাহস করে নি। সমাজের সঙ্গে একটা আপোষ করে'ই চল্‌তে চেয়েছে। নবযুগে আমাদের করতে হবে—এই উভয় সঙ্কট এড়িয়ে, একটা integral experience সহযোগে, whole-sale supramental transfiguration. মানুষকে এই supramentalএ উত্তোলন করা রূপ অসাধ্য ব্রত ভার স্কন্ধে নিয়েছি—যখন এই মহা ব্রতের কথা কখনও নীচের বুদ্ধিদৃষ্টিতে নেমে এসে' দেখ্‌তে চেষ্টা করি—তখন যেন সত্যই অসাধ্যবৎ বোধ হয়। তবে, এ যুগে supramentalই

pressure দিচ্ছে মানুষের মধ্যে জন্ম নেবার জন্য, মানুষকে sincerely aspire করতে হবে—আপনাকে উপরে lifted হ'তে দেবার উদ্দেশ্যে। মানুষ এখনও মনেই আছে—কেউই আমরা এখনও সম্পূর্ণ উপরে উঠতে পারি নি—তবে মনের খেলা ছাড়িয়ে, তাকে বিজ্ঞানে আরোহণের জন্যই আমরা আহ্বান করছি। বিজ্ঞানের রাজ্য যত ক্রমবিস্তৃত হয়, ততই মঙ্গল।

বাংলাদেশ স্বভাবতই ধর্ম্মপ্রাণ এবং কর্ম্মপ্রবণ। এখানে অনেক লোক দেখতে পাওয়া যায়, যাঁরা ধর্ম্মের নামে পাগল আর কর্ম্ম করতেও খুব তৎপর, কিন্তু সব জিনিষকে তলিয়ে ঠিক করে' বুঝে জ্ঞান দিয়ে অধিগত করে' কর্ম্ম করা বাংলার স্বভাব নয়। এখানে আমরা সাধারণ লোকের কথাই বল্‌ছি, খুব অল্পসংখ্যক যাঁরা ইংরাজী শিক্ষিত হয়ে পাশ্চাত্যের তর্ক এবং দর্শন শাস্ত্র পড়েছেন, তাঁদের কথা হয়ত একটু স্বতন্ত্র। বাংলার সাধারণ যে লোক তাঁদের মধ্যে একদিকে যেমন ধর্ম্মের স্রোত বইতে দেখা যায়, অন্যদিকে তেমনি ভক্তির উপর আশ্রয় করে' মানুষ আপনাকে ভাসিয়ে দেয়, আবার কর্ম্মেও মেতে যায়। চৈতন্য যুগ থেকে আমরা বাংলায় এই রকম ভক্তিপ্রাবল্য দেখে আস্‌ছি। প্রগাঢ় বিশ্বাস এবং ভক্তি নিয়ে মানুষ খুব

বড় বড় কর্ম্ম করে' তুলতে পারে, একজনকে পিছনে রেখে তার উপর ভর করে' মানুষ সেখানে কোনরকম না ভেবে কর্ম্ম করে' চলেছে, কেননা সেই ব্যক্তির উপর কর্ম্মীর অসাধারণ ভক্তি আছে—কোন দিন সে ভাবুবে না, যে কর্ম্ম সে করে' চলেছে তার পরিণাম কি এবং তার সুদূরপ্রসারিত কি সার্থকতাই বা আছে। নির্ভরতা খুব শ্রেষ্ঠ উপায় সন্দেহ নেই, কিন্তু ইহাতে মানুষ কতদূর এবং ক'দিনই বা কর্ম্ম করবে? এমন একটা অবস্থা আস্‌তে পারে, যেদিন তার ধপ্‌ করে' পড়ে' যাবার সম্ভাবনা আছে, কারণ এরূপক্ষেত্রে অনেক স্থানেই মানুষের ভক্তি হয় তামসিক—আর এই তামসিক ভক্তি নিয়ে মানুষ চিরকাল তার কর্ম্মকে আঁকড়ে ধরে' থাকৃতে পারে না; একদিন যেদিন তার ভক্তির প্রাবল্য কমে' যাবে, তখন যে কর্ম্ম এখন সে খুব উৎসাহসহকারে করে' চলেছে, তার মধ্যে শিথিলতা আসবে, ক্রমে তা ভেঙ্গে পড়বে।

* * *

কর্ম্ম করার আর একটা দিকও আছে। সে হচ্ছে কর্ম্ম না করে' থাক্‌তে না পারা; এমন অনেক লোক আছেন, যাঁরা যেমন তেমন কর্ম্ম পেলেই তা নিয়ে মেতে যান। বাংলায় অধুনা যে কর্ম্মীর দল দেখা যাচ্ছে, তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই এই শ্রেণীর। অনেক ছেলে স্কুল ছেড়ে বেরিয়েছে, তাদের ত একটা কিছু করা চাই, তাই নির্দ্দিষ্ট কোন কর্ম্ম ভিতর থেকে না ধর্‌তে পেরে'ও সামনে যা আস্‌ছে তাই নিয়েই তারা ছুটেছে; কেহ চলেছে গ্রামে গ্রামে "প্রপোগেণ্ডার" কাজ কর্‌তে, কেহ কেহ উৎসাহের সহিত গ্রাম্য সেবা সমিতি গঠন কর্‌তে লেগে গিয়েছে, কেহ বা দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত অনশনক্লিষ্ট গ্রামবাসীর জন্য ও আসাম-প্রত্যাগত কুলীদের জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে' দরিদ্র নিঃসহায়দের দুদিনের অন্ন সংস্থান করে' দিচ্ছে। আবার কারাও বা ধর্ম্মঘট ব্যাপার নিয়ে, হরতাল নিয়ে খুব লাফালাফির সহিত কর্ম্ম কর্‌ছেন। অবশ্য জাতি যখন বিপন্ন হয়ে পড়ে, নানা ক্ষেত্রে এইরূপ নানা কর্ম্মীর দল আবশ্যক নেই, এরূপ আমরা বলি না;

এই সব যুবকসংঘ মরণোন্মুখ জাতির প্রাণে যে জীবনী-শক্তি ঢেলে দিচ্ছেন, তা খুবই সময়োপযোগী, তাতে জাতি যে সজাগ হয়ে উঠ্‌ছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু আমাদের দুঃখ, এই সব কর্ম্মীর দল জানেন না, তাঁরা কিসের জন্য কর্ম্ম কর্‌ছেন, ইহাতে জাতীয় জীবনের কি সার্থকতা আস্‌বে, ইহার সম্যক জ্ঞান কারও নেই। যাঁরা এইরূপ কর্ম্মতরঙ্গে ঝাঁপ দিয়ে এগিয়ে পড়েছেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেরই হৃদয়ে পবিত্র স্বদেশপ্রেম বা উচ্চ কোন কর্ম্মপ্রেরণা জেগেছে, কিন্তু কি জানি কেন তাঁদের এই নিঃস্বার্থ কর্ম্ম, তাঁদের আন্তরিক পরিশ্রম তেমন সুফল প্রসব কর্‌ছে না, তাঁদের পরিশ্রমের মধ্যে হয়ত এমন একটী ফাঁক থেকে যাচ্ছে, যার জন্য সকলই ভস্মে ঘৃতাহুতির ন্যায় ব্যর্থ হচ্ছে বা খুব স্বল্প সিদ্ধি এনে দিচ্ছে। কয়েক বৎসরের কর্ম্মতরঙ্গের মধ্যে থেকে আমরা বেশ বুঝেছি, যে, শুধু কর্ম্ম কর্‌বার জন্য কর্ম্ম নিয়ে মেতে থাক্‌লে বিশেষ কিছু ফলোদয় হবে না, বৃথা শক্তিক্ষয় হবে মাত্র।

* * *

কর্ম্ম হচ্ছে সাধনা; জীবনে যা কিছু কর্‌ছি সমস্তই ভগবানের জন্য, এই জ্ঞানে কর্ম্ম কর্‌তে হবে। একটা কিছু করা চাই বলে' যে, সম্মুখে যা আস্‌বে তাই নিয়ে লেগে যেতে হবে এমন কোন কথা নেই। আমি কর্ম্ম কর্‌বো আমারই অন্তরাত্মার পূর্ণ নির্দ্দেশে, ভিতর হ'তে যে প্রেরণা আমার জাগ্‌বে, আমি সেই মতই কর্ম্ম করে' চল্‌বো; তবে সমস্যা হচ্ছে, সম্মুখে যে অসংখ্য প্রেরণা কর্ম্মস্রোতে ভেসে আস্‌ছে, তার মধ্যে কোন্‌টি আমার নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম তারই নির্ণয় করা। মানুষের প্রকৃতি এমনই ভাসা ভাসা অবস্থায় থাকৃতে চায়,এমনই উপরের স্তরের সে হয়ে গিয়েছে, যে কোন একটী বিষয়ে গভীরে প্রবেশ করা তার সাধ্যাতীত। কর্ম্মের ভাল মন্দ বিচার করা তার পক্ষে সম্ভব নয়, বড় জোর কোন একজন নেতার উপর নির্ভর করে' সে নিশ্চিন্ত, ইহাতে তার দেবত্ব বিকাশের কথা দূরে থাকুক, মনুষ্যত্বই পূর্ণ বিকাশ পায় না। গড্ডলিকাপ্রবাহে কর্ম্মতরঙ্গে আপনাকে ভাসিয়ে

দেওয়াই মানুষের সাধারণ স্বভাব, এই স্বভাব যতক্ষণ অপ্রতিহত থাকে, ততক্ষণ সে সুন্দররূপে তার প্রাণের সুখে নানা কর্ম্ম করে, কিন্তু যেখানে গতির মুখে কোন প্রতিবন্ধক, সেইখানেই তার কর্ম্মোৎসাহ দমে' পড়ে, এরূপ নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে মনে হয়, মানুষ যেন নিজের প্রাণ চরিতার্থতার জন্য, আত্মপ্রসাদ লাভের জন্যই কর্ম্ম করে। কর্ম্ম করার মধ্যে সেখানে উপরের প্রেরণা নেই, উপরের প্রেরণা অনুধাবন কর্‌বার মত সামর্থ্যও নেই, তাই শুধু নেতৃবর্গের উপর চিন্তার ভার্‌টা দিয়ে যুবকমণ্ডলী কর্ম্ম কর্‌তে উদ্যত হয়, ইহাতে কর্ম্মের যে আত্মপ্রসাদ তা ত লাভ হয়ই না, কর্ম্ম সেখানে জীবনকে ব্যাপৃত রাখা ছাড়া আর কিছুই নয়। ফলে, কিছুদিন এইরূপ কর্ম্ম করে' যখন সে দেখে তার জীবনের উচ্চ অভিলাষ পূর্ণ হচ্ছে না, তার মনে প্রাণে শান্তিলাভ হচ্ছে না, এমন কি তার বুদ্ধিরও সন্তুষ্টি আস্‌ছে না, তখন নিরাশ মনে ভগ্ন হৃদয়ে সে তার জীবনের সকল সামর্থ্য ব্যয় করে' সকল উৎসাহ ক্ষয় করে' প্রত্যাগমন করে।

দেখে, তার জীবনের ভবিষ্যৎ পথ বন্ধ, উপায় নেই, অবলম্বন নেই, শক্তি নেই, সামর্থ্য নেই—পূর্ণ ভগবৎ-সাধনায় জীবন ভরপুর করে' না তুল্‌তে পার্‌লে, জীবনের যা কিছু বাসনা কামনা সমস্তই ভগবচ্চরণে উৎসর্গ স্বরূপ প্রদান কর্‌তে না পার্‌লে, ব্যর্থতায় এমনি শূন্যে হাহা করে' বেড়াতে হবে, ইহা কিছু আশ্চর্য্য নয়।

*　　*　　*

উপরে দু'রকম কর্ম্মের কথা বলেছি, এক হচ্ছে ভক্তিকে আশ্রয় করে' কর্ম্ম করা, আর এক হচ্ছে শক্তিকে আশ্রয় করে' কর্ম্ম করা, কিন্তু উভয়েরই ত্রুটী এবং বিচ্যুতি আছে, জ্ঞান না থাক্‌লে কোন কর্ম্মই পূর্ণ হয় না। দেশে কর্ম্মীর ত অভাব নেই, অসংখ্য মানুষ কর্ম্ম কর্‌বার জন্য উন্মাদ হয়ে নেতার আদেশে দেশের একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্ত অবধি ছুটাছুটী কর্‌ছে, কিন্তু এই কর্ম্ম করাই ত সব নয়। শুধু বর্ত্তমানের উপরের স্তর দেখ্‌লে,মনে হবে খুব কর্ম্ম

হচ্ছে, কিন্তু ইহারই মধ্যে ভবিষ্যতের দিকেও ত দৃষ্টি রেখে কর্ম্ম করতে হবে, এইখানেই অনেক নেতার বিচক্ষণতার অভাব প্রকাশ পায়, কারণ হচ্ছে এই, তাঁরা যোগের মানুষ নন। একটা শক্তিকে কেন্দ্র করে' অনেক কিছু কর্ম্ম হ'তে পারে, ভক্তিকে আশ্রয় করে'ও বড় কাজ হ'তে পারে, কিন্তু তাতে কি হবে? বর্ত্তমানের কাজ হচ্ছে পূর্ণ মানুষ সৃষ্টি করা, জগতের ভবিষ্যৎ এ'রই মধ্যে নিহিত রয়েছে, কর্ম্ম কর্‌বার অনেক মানুষ পাওয়া যায়, কিন্তু ভারতবর্ষের ভবিষ্য কর্ম্মের জন্য চাই যোগের মানুষ। যোগের মানুষ না হ'লে যে বিরাট কর্ম্মের ভার এসে' পড়্‌বে, তা সাধারণ বুদ্ধিজীবী বা হৃদয়জীবী মানুষ, যত বড় নেতা বা কর্ম্মীই তিনি হউন না কেন, তাঁর পক্ষে ধারণ করা সম্ভব হবে না।

* * *

ভারতকে ভবিষ্যতে যে বিপুল বিরাট কর্ম্মভার নিয়ে দাঁড়াতে হবে, তারই সূচনাস্বরূপ সমগ্র জগতে

মস্ত একটা আলোড়ন আরম্ভ হয়েছে। আগামী ৩০।৪০ বৎসরের মধ্যে জগতে একটা মস্ত পরিবর্ত্তন আস্‌বে, সব ওলট পালট হয়ে যাবে, তার পর যে জগৎ গড়ে' উঠবে, তাতে ভারতের সভ্যতাই হবে জগতের সভ্যতা। তাই ভবিষ্যৎ ভারতের কাজ শুধু ভারতের জন্য নয়, সমগ্র জগতের জন্য। ভারতের আজ তাই পূর্ণ মানুষ তৈয়ারী করা চাই, নীরব মাতৃসাধনার মধ্য দিয়ে এই কার্য্যই আরম্ভ হয়েছে। যোগীর পক্ষে সবই সম্ভব, শিক্ষা, সমাজ, রাজনীতি, শিল্প ও বাণিজ্য সর্ব্ব-ক্ষেত্রেই তাঁর অপূর্ব্ব প্রতিভা, বিচিত্র সৃষ্টি গড়ে' তুল্‌তে পারে। তবে তিনি চান যোগের মধ্য দিয়েই জগতে এক নূতন সৃষ্টি। যোগের প্রকাশস্বরূপ পরিপূর্ণ কাজের উপরই জগতের ভবিষ্যৎ সৃষ্টি নির্ভর কর্‌ছে—সে কাজ খুব বিস্তৃত। পূর্ণ মানুষের দ্বারা যে কর্ম্ম সৃষ্টি হবে, তা'ই ভবিষ্যৎ জগতের কাজ। পূর্ণ মানুষ না জন্মালে, কাজও কখনও পূর্ণ হয় না; শুধু ভক্তি এবং শক্তি নিয়ে অনেক কাজ হয়েছে, কিন্তু পূর্ণ জ্ঞানের অভাবে সে সব কাজ স্থায়ী হয় নি, আর

শুধু ভক্তি এবং শক্তির দ্বারা জগতে যে কাজ হয়েছে, তা ভগবৎ-কার্য্যের কতটুকু ক্ষুদ্র অংশ! কিছু গড়ে' উঠেছিল, পূর্ণ জ্ঞানের অভাবে সব ভেঙ্গে গেছে। এখন চাই অধ্যাত্মজ্ঞান, প্রগাঢ় প্রেম এবং অসাধারণ শক্তি, তবেই পরিপূর্ণ কর্ম্ম হবে। জ্ঞান পূর্ণ হ'লেই, কর্ম্ম পূর্ণ মূর্ত্তি পাবে। আজ তারই সাধন চলেছে। হে বাংলার নবীন, জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হও, তাকেই আশ্রয় করে' নীরব সাধনার মধ্য দিয়েই কর্ম্ম করে' যাও, বাহিরের উত্তেজনায় আত্মহারা হয়ো না, ভিতর হ'তেই, ভগবানের দিব্য মূর্ত্তি ফুটে উঠ্‌তে দাও, তোমার সাধনায় যে নূতনের সৃষ্টি হবে, তা জগতেরই হবে এক অপূর্ব্ব সম্পদ্।

আত্মার মিলন যেখানে সার্থক হয়েছে, বহুর মধ্যে যেখানে একের উপলব্ধি হয়েছে, সেইখানে সঙ্ঘের সৃষ্টি। ব্যষ্টি বা সমষ্টির অহংকার দিয়ে এই সঙ্ঘ গড়ে উঠ্‌লে তা'র পতন অনিবার্য্য—কালের কষ্টি-পাথরে সত্যমিথ্যার পরখ হবে। মানুষ তুমি আজ সত্যে প্রতিষ্ঠিত হও।

* * *

সত্য কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান কাল মানুষের মধ্যে আবদ্ধ থাকে না, যে তাকে আহ্বান করে, সেই ইহার পরশ পায়। সত্যের সামান্য ছোঁয়া পেয়ে যেখানে সৃষ্টির প্রচেষ্টা, সেখানে সঙ্ঘ হয় না, একটা দল হ'তে পারে, সম্প্রদায় হ'তে পারে—এমন দল সম্প্রদায় জগতের অনেক বড় কাজ করে' যেতে পারে,

কিন্তু পূর্ণ সত্য না পাওয়ায় ইহা চিরদিন টিঁকে না। সঙ্ঘ-সৃষ্টির স্বপ্ন যেখানে সত্য হ'য়ে ভেসে এসেছে, সেখানে মানুষ যদি উদার ভাবে তাকে আলিঙ্গন কর্‌তে না পারে, সাময়িক সাফল্য লাভ কর্‌লেও, উহা চিরস্থায়ী হবে না।

* * *

সঙ্ঘ—আত্মাকে বিস্তৃত করে' ভূমাকে পাওয়ায় ক্ষেত্র বিশেষ। সঙ্ঘ যারা কর্‌বে তাদের যোগের পথেই চল্‌তে হবে। এই যোগের দুইটি স্তর আছে। প্রথম সমস্ত জীবনকে যোগরূপে উপলব্ধি করা। এখানে কর্ম্মের সহিত জীবনের এবং জীবনের সহিত যোগের সামঞ্জস্য করে' তোলাই সাধনা—জ্ঞান, ভক্তি কর্ম্ম এই তিনটির সামঞ্জস্য করাই যোগ। এই সাধনার ভিতর জীবন ও কর্ম্মকে গড়ে' তুল্‌তে হবে, ইহা বড় সহজ নয়, বিপদও এক্ষেত্রে যথেষ্ট আছে, তবে এই স্তর অন্যটির চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম শক্ত।

* * *

এই স্তরে মনকে অতিক্রম করে' উঠ্‌তে না পার্‌লে, এই অবস্থাতেই থেকে যেতে হয়। মনের ঘরে থাক্‌লে সব খেলাই emotion দিয়ে হ'তে থাকে, intuition-এর ছায়া থাক্‌তে পারে, কিন্তু এইটাই তুরীয় জীবনের খেলা নয়—সাফল্য লাভে মনে হয় চরম সিদ্ধি পাওয়া গেছে, বিজ্ঞান ফুটে উঠেছে, কিন্তু সেটা মস্ত ভুল। বিপদের কথা এই, সাধক এই অবস্থা আর ছাড়িয়ে উঠ্‌তে পারে না, এবং সত্ত্বও চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায়।

* * *

দ্বিতীয় স্তর, বিজ্ঞানের স্তর। মনকে অতিক্রম কর্‌তে পার্‌লেই যে বিজ্ঞানে পৌঁছান যায়, এরূপ মনে করা ঠিক নয়। অনেক বড় বড় সাধক মনকে অতিক্রম করে' আর এক পা'ও এগুতে পারেন নি। সেই-খানেই তাঁদের সাধনা র'য়ে গেছে। আর একটা কথা হচ্ছে, প্রথম স্তরে মানুষ উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে আস্তে আস্তে চল্‌তে থাকে, কিন্তু যারা দ্বিতীয়

অবস্থায় প্রবেশ করতে চলেছে, এই অবস্থায় সাধক যদি একবার পড়ে' যায়, তবে আর ওঠ্‌বার সম্ভাবনা থাকে না—ধ্বংস তার অনিবার্য্য।

*　　　*　　　*

মনকে অতিক্রম করে' বিজ্ঞানলোকে যাবার পথে, বিঘ্ন বেশী করে'ই দেখা দেয়। প্রাণ, মন, চিত্ত, দেহ, এইগুলির ভিতর যে নীচ বৃত্তি আছে তা তো একেবারেই তিরোহিত হয় না, সুযোগ পেলেই তারা সাধককে আক্রমণ করে। মনকে অতিক্রম করে' যাবার সময়েই ইহাদের প্রবল আক্রমণ সাধককে অতিষ্ঠ করে' তোলে। একদিকে অশুদ্ধ প্রাণশক্তির টানাটানি, অন্যদিকে শরীর ভোগের নীচু খেলা—মানুষ এই অবস্থায় দিশেহারা হয়ে পড়ে, অনেকের আত্মচৈতন্য লুপ্ত হয়ে ইহাদের বশীভূত হয়ে যায়। কর্ম্মের সাধনা খুব শক্ত, সব চাইতে শক্ত। এই অবস্থায় এসে' physical successকে লক্ষ্য করে' সাধক যোগের যে মূল কথা তাই যদি হারিয়ে ফেলে,

যোগভ্রষ্ট হওয়ারও তার খুব সম্ভাবনা।

* * *

কর্ম্ম হচ্ছে ভোগের সাধনা। এই ভোগ যে কেবল শরীরগত এবং নীচু স্তরের—তা নয়। কর্ম্মের মধ্য দিয়ে কর্ম্মসাফল্যের যে একটা ভোগ থাকে, মানুষ তাতেও আত্মহারা হয়ে আসল জিনিষটা হারিয়ে ফেলে। এই অবস্থায় সাধক physical being-এর কাছে দাসত্ব স্বীকার করে' নেয়। আর তখনই ফুটে ওঠে তার ভোগ বাসনা—বাহিরের এই সাফল্য স্পৃহাও ভোগ বাসনার রূপান্তর মাত্র। ভোগ যে থাক্‌বে না এমন নয়, কিন্তু ভোগের ভিতর যে একটা নীচু টান আছে, সেই টানের প্রভাবের কথাই বল্‌ছি। মানুষের স্বভাব এই যে, সে বাহিরের সাফল্য দেখ্‌লেই অভি-ভূত হয়ে পড়ে—এই অবস্থা থেকে সাধককে খুব সাবধানে থাক্‌তে হবে।

* * *

কর্ম্মের সাফল্যটাই বড় জিনিষ নয়। এইদিকে

ঝুঁকে পড়্‌লে যোগের যে উদ্দেশ্য তা ব্যর্থ হবে। যোগের সব চাইতে বড় বিপদ—বিভূতি লাভ। এই অবস্থায় সাধক হয় ভাগবতজীবন লাভের আশা ছেড়ে দিয়ে সিদ্ধাই নিয়ে সাধারণ জীবনপথে ছুটে চলে, নয় মূত্র পুরীষের মত সিদ্ধাই ত্যাগ করে' ভূমার অভিমুখে যাত্রা করে। ভাগবত জীবনই লক্ষ্য থাক্‌লে, যোগের দিকে দৃষ্টি রেখেই কর্ম্ম করে' যেতে হবে, সে কর্ম্ম সার্থক অথবা ব্যর্থই হোক সেদিকে মন রাখ্‌লে চল্‌বে না। এরূপ হ'লে যে কর্ম্ম খারাপ হবে বা মন্দগতি লাভ কর্‌বে তা নয়, বরং কর্ম্ম আরও ক্ষিপ্রগতিতে চল্‌তে থাক্‌বে।

* * *

কর্ম্ম নিয়ে যারা যোগের পথে চলেছে—তাদের কর্ম্মসাফল্য খুব বিপজ্জনক। অন্য দিক দিয়ে যারা যোগপথে ছুটেছে তাদের পথ সহজ না হ'লেও কিছু কম বিপদের। কর্ম্মযোগীর যে সঙ্ঘ, সেখানকার সকলের মধ্যে যোগসাধনা নিরেট হ'লে তবে সঙ্ঘ

গঠন সত্য হবে। দুই একজনের সাধনার উপর নির্ভর করে' ব্যাপক কাজ কর্‌তে গেলে, অল্প আঘা-তেই সব ভেঙ্গে যাওয়ার সম্ভাবনা। সঙ্ঘে সকলেই সমানভাবে যোগসাধনা কর্‌বে, এরূপ হ'লে একজনের অহংকার জাগ্রত হ'লে সঙ্ঘের বিশেষ ক্ষতি হ'তে পার্‌বে না। সঙ্ঘের প্রতিজন যদি যোগ নেয়, তা হ'লেই সত্য মিলন আস্‌বে ; কথা কাটাকাটি কর্‌লেই যে অন্তরের মিল নেই তা মনে ক'র না—অন্তরের মিল শত শত বিরোধের মধ্যেও আত্মপ্রকাশ কর্‌বে।

ধর্ম্মের উপরেই ভারতের নূতন জাতি প্রতিষ্ঠা লাভ কর্‌বে। যোগই ধর্ম্মলাভের প্রকৃষ্ট প্রণালী। যোগসিদ্ধ ব্যষ্টিশক্তি আপনাকে গুণান্বিত করে'ই আত্মপরিধি বিস্তৃত কর্‌বেন, তাঁদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সমষ্টিবোধের মধ্যে হারিয়ে ফেল্‌বেন; বহুযন্ত্রের সুর সহযোগে যেমন ঐক্যতানের উৎপত্তি, তদ্রূপ বহুব্যষ্টির ঐক্যপ্রতিষ্ঠায় সুসামঞ্জস্যপূর্ণ নূতন রাজ্য গড়ে' উঠ্‌বে। সে হবে আত্মার ঐক্যমূর্ত্তি—দেবসমাজ।

* * *

আত্মাকে না জান্‌লে, না পেলে, যে নূতন সমাজ গঠনের স্বপ্ন দেখেছি, উহা সফল হবে না। আত্মাকে ধরে'ই মানবজীবন। জীবনের আড়ম্বরে অন্তরের সত্যবস্তুটী প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। জ্ঞানবিকাশে আত্ম-

লাভ হবে—ইহার জন্য চাই শিক্ষা। সে শিক্ষা যোগ ভিন্ন অন্য কিছু নয়। যোগের পথে অগ্রসর হ'লেই যে সমৃদ্ধি ও সম্পদ্ উদ্ভূত হবে, উহারই বাহ্যরূপ সাম্রাজ্য। আপনাকে পাওয়ায় ও জানায় স্বারাজ্য-লাভ হয়। স্বারাজ্যলাভের পরই সাম্রাজ্যের সৃষ্টি।

* * *

বুদ্ধি হচ্ছে মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব। এই বুদ্ধি থেকে থরে থরে নেমে দেহরাজ্য গড়ে' উঠেছে। বুদ্ধি তার হিরণ্ময় পাত্রের দ্বারা কোটীসূর্য্যসম অন্তরাত্মাকে আবৃত করে' রেখেছে, উহাকে অপসারিত করতে হবে—তবেই জ্ঞানসূর্য্যের অমল কিরণে দেহরাজ্য নূতন করে' গড়ে' উঠ্‌বে। বুদ্ধি যোগসিদ্ধির পরম অন্তরায়, আবার বুদ্ধির সহায়তা না পেলেও যোগ অবধারণ হয় না। বুদ্ধির উন্মেষ যাদের হয়েছে, তাদের দ্বারাই এই যোগসিদ্ধির আশা অধিক করা যায়, কেননা অন্ধ ভক্ত-দের যোগগ্রহণ কর্‌তেও যেমন অধিক বিলম্ব হয় আবার যোগভ্রষ্ট হওয়াও তাদের পক্ষে খুবই স্বাভা-

বিক। বুদ্ধির পুরাতন সংস্কার নূতন কিছু গ্রহণ করতে বিলম্ব করে, কিন্তু একবার উহা গৃহীত হ'লে কোন কালে আর পতন সম্ভাবনা থাকে না।

* * *

যোগসিদ্ধ ব্যক্তির নিকট হ'তে যোগ গ্রহণ স্বাভাবিক। কোন ব্যক্তি বিশেষের বিনা সহায়তায় এই যোগপ্রাপ্তি অসম্ভব নয়। জগৎপ্রাণ সমীরণে তপঃশক্তি নিত্য সঞ্চারিত, সকল দ্বার মুক্ত রেখে একনিষ্ঠচিত্তে যে ইহার প্রতীক্ষা করে, যোগ তার নিকট মূর্ত্ত হয়ে প্রকাশ পায়। তবে বাহিরের সাহায্য—সাধনার পক্ষে একেবারেই উপেক্ষণীয় নয়।

* * *

বাহির হ'তে যে ইন্ধন পাওয়া যায়, উহাই অন্তরের আত্মশক্তিকে শনৈঃ শনৈঃ জাগিয়ে তোলে, সাধনকালে সৎসঙ্গ যত অধিক হয় ততই মঙ্গল। কিন্তু যাঁর সাহায্যে সাধকের সুপ্তশক্তি জাগ্রত হয়, তিনি সাহায্যকারী

মাত্র। গুরু অন্তরতম পুরুষ। আমরা সকলেই যন্ত্র—আপনাকে পাবার জন্যই গুরুভাবের সাহায্য—এই গুরুকরণ যেন সাধকের অন্তরে দৃঢ়বদ্ধ না হয়। সাহায্যকারীও যেন সাধকের অন্তরে গুরুভাবের প্রতিষ্ঠা দৃঢ় করে' না বসেন—ইহাতে উভয়েই বদ্ধ হয়ে পড়্‌বেন—আমরা সকলেই সমান ভাবে ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ কর্‌ব, সমান আনন্দে বিভোর থাক্‌ব—বিচিত্র লীলাভঙ্গী থাক্‌লেও অন্তরে আমরা একই সূত্রে মণিগণের মত গ্রথিত—একথা নিত্য স্মরণ রাখ্‌তে হবে।

* * *

কোন জাতিবিশেষের জন্য আমাদের সাধনা নয়। সমস্ত জাতির মুক্তি ও শুভ ইচ্ছাই আমাদের চিন্তার কেন্দ্র হবে। সমষ্টিসাধনা কর্‌তে বসে' যেন আমরা য়ুরোপের মত আড়ম্বরশালী যান্ত্রিক রাজ্য (mechanised state) না গড়ে' তুলি। প্রতি মানবজীবনের পরিপূর্ণ সার্থকতা আনাই হচ্ছে এই যোগের উদ্দেশ্য। যোগের সহায়ে মানুষ যেদিন উপলব্ধি কর্‌বে, স্থান-

কালের ব্যবধানে মানুষের স্বতন্ত্র জাতি নেই, ধর্ম্ম নেই, স্বার্থ নেই, তখন এক অভিনব ঐক্যের ওপর নূতন রাজ্য গড়ে' উঠ্‌বে—উহাই হবে দেবরাজ্য। এই বিপুল সমাজশাসনের জন্য তখন আর কতকগুলি লোক মিলে স্ব স্ব বুদ্ধি অনুসারে শাসনকেন্দ্রের (Government) প্রতিষ্ঠা করা একেবারেই অনাবশ্যক বলে' পরিত্যক্ত হবে। বিপুল মানবজাতির কর্ম্মকেন্দ্র থাকবে, কিন্তু উহাতে সকল মানবেরই অন্তর রূপটি বিগ্রহাকারে প্রকাশ হবে মাত্র। কার্য্যশৃঙ্খলার জন্য যে কেন্দ্র এবং উহার প্রতিভূ-স্বরূপ যে জীবন, উহা জাতির সারাংশ, ইহার বিন্দুমাত্র ব্যত্যয়ে মানবজীবনের চরম আদর্শ সফল হবে না। বৈদিকযুগে ভারতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমষ্টির মধ্যে এইরূপ সৃষ্টি রচে' উঠেছিল, ভবিষ্যতে উহাই বিপুল আকার নিয়ে সারা জগতে মূর্ত্ত হয়ে উঠ্‌বে।

* * *

ভবিষ্যৎ জগতে যে নূতন জাতি গড়ে' উঠ্‌বে,

তার ছাঁচ প্রস্তুত হচ্ছে বাংলাদেশে। বাংলাদেশই জগতের মেরুদণ্ডস্বরূপ হবে। বাঙ্গালীকেই জগতের শান্তি ও মঙ্গলসাধনের জন্য সর্ব্বাগ্রে প্রস্তুত হয়ে উঠ্‌তে হবে। ভারতের অপর সকল প্রদেশে, এই মাত্র জাগরণের সাড়া পড়েছে—ভিন্ন ভিন্ন নেতৃত্বাধীনে বিভিন্ন পন্থায় উহারা পথ চল্‌তে আরম্ভ করেছে—লোকমান্য তিলকের জীবনসাধনায় মহারাষ্ট্র একটা প্রাণের সাড়া পেয়েছে বটে, কিন্তু ভারতের জীবনতন্ত্রে তারাও ঝঙ্কার দিতে পারে নি; মাদ্রাজ ভাঙ্‌তে আরম্ভ করেছে, তাদের পুরাতন সংস্কার, আচার বিচার, কিন্তু বড় শ্লথ গতিতে চলেছে—মহাত্মা গান্ধীর সাধনা নীতিমূলক, বাংলা ত্রয়ী সাধনায় কথঞ্চিৎ অগ্রসর, সেইজন্য এক্ষেত্রে উহা ধর্ম্ম হিসাবে শিকড় গাড়্‌তে পার্‌বে না। পাঞ্জাবের উগ্রশক্তি নিথর—সত্যসন্ধানে উদ্‌গ্রীব, চারিদিকেই জাগরণের সাড়া, ভারত নূতন করে' গড়ে' উঠ্‌ছে।

* * *

বাংলার রাজসিক আন্দোলন শেষ হয়েছে। উহার ফলেই বাঙ্গালী মানুষ হ'তে পেরেছে। বাংলার সাহিত্য অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যেই গ'ড়ে উঠ্‌ল, শতবর্ষের মধ্যেই বাঙ্গালীর জীবনে ধর্ম্মের সত্যতত্ত্ব প্রকাশ হ'য়ে পড়্‌ল। যদিও বাংলাদেশে এখনও সহস্র অন্ধসংস্কার বিদ্যমান আছে, কিন্তু বাংলায় যে আন্দোলন চলেছে তার আবর্ত্তনে শীঘ্রই সবই নিঃশেষ হয়ে যাবে। বাঙ্গালী অন্তরদেবতার আভাষ পেয়েছে, বাঙ্গালীর জীবনযজ্ঞে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ পুরোহিতরূপে বিরাজ কর্‌ছেন, তাই বাঙ্গালী গতানুগতিক পন্থা পরিত্যাগ করে' নূতন অভিযানে দলে দলে ছুটেছে—বাঙ্গালীর নূতন যাত্রা জয়যুক্ত হবে।

* * *

বাংলায় যে নূতন জাতিসৃষ্টি হচ্ছে, উহা পুরাতন রাজনীতিসাধনার অন্তর্গত নয়, ইহার উৎপত্তি উপস্থিত অসংখ্য ব্যষ্টিকে নিয়েও নয়; কোন কার্য্য, উদ্দেশ্য অথবা অবস্থাকে কেন্দ্র করে' নূতনের দল

একত্র নহেন। লোক সংখ্যার দিকে ইঁহাদের দৃষ্টি নেই, আড়ম্বরের প্রতি ইঁহাদের লক্ষ্য নেই, অন্তরে অন্তরে শৃঙ্খলিত হয়ে একটা শক্তিপিণ্ড গড়িয়ে গড়িয়ে আপনার পরিধি বিস্তার কর্‌ছে—প্রয়োজনমত আপনাকে বিদীর্ণ করে' নূতন আলোক বিকীর্ণ করবে। বাংলাদেশের সকলেই একদিন এই দিব্য আলোকে বিধিনির্দ্দিষ্ট পথ অনুসরণ কর্‌তে পারবে।

* * *

নূতন সাধকের আত্মপ্রকাশে বিলম্ব কেবল সিদ্ধির অপেক্ষায়। বাঙ্গালীর ভাববৃত্তি অতি সুন্দর বিকাশলাভ করেছে—উহাই তো ভবিষ্যৎ কর্ম্মের জন্য সবখানি নয়। অন্তরের ইচ্ছাটিকে দেশের মনে বিস্তৃত করে' দেওয়া চাই এবং তা হ'লেই আবার সব হবে না, ইচ্ছাটিকে মূর্ত্তিদান কর্‌তে হবে, তার জন্য সাধনা চলেছে; বিজ্ঞানের পথ মুক্ত হ'লেই বাঙ্গালীর কর্ম্ম নির্ব্বিবাদে সুসম্পন্ন হবে।

* * *

এই সাধনা একজনের উপর নির্ভর করে না। একজনের সিদ্ধিস্রোতে সকলে গা ভাসান দিলে, পুরাতন যুগের মত, একজনের অন্তর্দ্ধানে জাতির জীবন মাটীতে ঠেকে যাবে। চাই সকলের জীবনই সমান-ভাবে উন্নতিলাভ করা, অবশ্য প্রথম প্রথম যাঁরা সাধন আরম্ভ করেছিলেন, তাঁদের তা উপলব্ধি করতে যত দীর্ঘ সময় লেগেছে, ভবিষ্যতে যাঁরা আসছেন, তাঁদের আর তত বিলম্ব হবার কোন কথা নেই। তাঁরা পূর্ব্বগামীদের প্রচুর সাহায্য পাবেন।

* * *

জীবনের তিনটী স্তর—সাধারণ অবস্থা, সাধন অবস্থা, সিদ্ধির অবস্থা। সাধারণ অবস্থায় মানুষ চেষ্টা করে'ই সব কিছু করতে চায়, বাসনাই হয় তার জীবনের মূলশক্তি, নিজের মনগড়া কাজেই সে মেতে থাকতে চায়। সাধনার অবস্থায় বাসনাকে একে-বারেই ছেড়ে চলতে হয়। ইহাকেই সংযম বলে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, এই সংযম নিগ্রহ নয়।

সংযমের কথা শু'নেই অনেকে রাজযোগের বিধি অনুসারে নিগ্রহ-নীতিই অবলম্বন করে' বসেন, ইহা ঠিক নয়, বাসনার তরঙ্গাঘাতে অন্তর যাতে বিচলিত হয়ে না ওঠে, তার জন্য তপস্যা করাই সংযম। চিত্ত স্থির হ'লে বাসনার পরিবর্ত্তে ভগবানের ইচ্ছাটিই জেগে ওঠে। সিদ্ধ অবস্থায় বাসনা ও চেষ্টা থাকে না, স্বতঃই শুদ্ধ কর্ম্ম প্রকাশ পায়, সাধক তখন একেবারেই হ'য়ে যায় ভগবানের যন্ত্র।

* * *

য়ুরোপে আজ ভাঙ্গনের যুগ চলেছে। ধ্বংসের জন্য নয়, পুনঃ নির্ম্মাণ হবে বলে'। আয়র্লণ্ডের প্রাণস্পন্দন প্রবল আকার ধারণ কর্‌ছে, তারা শীঘ্র শীঘ্র নূতন নির্ম্মাণ চায়। রুশিয়া উঠ্‌তে আরম্ভ করেছে, জগতের চতুর্দ্দিকেই যে গোলযোগ উহা আর কিছুই নয়, যে অভাবনীয় নূতন স্রোত আমাদের জীবনে প্রবাহিত, রাজসিক আধারে তারই বিভিন্ন ভঙ্গী সারা জগতে লীলারত। আজ যারা পড়ে'

আছে, তাদের ওঠ্‌বার দিন এসেছে; ভারতবর্ষ জাগ্‌বে—জগতের জীবনে ধর্ম্মস্রোত প্রবাহিত কর্‌বার জন্য। এশিয়ার আলোকপাতেই য়ুরোপে ধর্ম্মের অভ্যুত্থান।

* * *

ভগবানের অপার্থিব করুণা কেবল বাঙ্গালীই যে লাভ কর্‌ছে এরূপ মনে কর' না। জগতের সকল মানুষের উপরই সমানভাবে ইহার বর্ষণ চলেছে, আধারভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ পাচ্ছে মাত্র। বাঙ্গালীর আধার বড় উপযোগী হ'য়ে উঠেছে, চৈতন্য-যুগের পর থেকে বাংলায় যে ধর্ম্মস্রোত বহেছে, তার তুলনায় বর্ত্তমান যুগে উহার বেগ অত্যন্ত অধিক হ'লেও, বাঙ্গালীজাতি উহা অচঞ্চলচিত্তে অবধারণ কর্‌ছে। কোথাও কোথাও যে শ্রীচৈতন্যের মত দশা-প্রাপ্তির কথা শুন্‌তে পাও, উহা আধারের অসমর্থতা ভিন্ন কিছুই নয়; এইরূপ লীলালক্ষণ প্রকাশ হ'লেও, এমন দিন আস্‌ছে, আকণ্ঠ অমৃত পান করে'ও

বাঙ্গালী সাধারণ মানুষের মত সাধারণক্ষেত্রে অতি ক্ষুদ্র কার্য্যও অতি নিপুণভাবে সম্পন্ন কর্‌বে।

* * *

বাঙ্গালীর জীবন অতি শীঘ্র পুলকপূর্ণ হবে। বাঙ্গালী আপনার নামরূপের সকল সংস্কার একেবারেই ভুলে' যাবে। বাঙ্গালীর অন্তর যতই জ্যোতির্ম্ময় হয়ে উঠ্‌বে, বাহিরের আচরণ ততই মিষ্ট এবং সৌন্দর্য্যময় হয়ে উঠ্‌বে। গীতা ও উপনিষদের প্রতি বর্ণ বাঙ্গালীর নিকট কেবল বুদ্ধিগ্রাহ্য হয়ে থাক্‌বে না, উহা সত্য ও মূর্ত্ত হয়ে উঠ্‌বে, বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ বড় উজ্জ্বল এবং আশাপূর্ণ।

* * *

সাধনার অবস্থায় সাধককে প্যাশিভ্ (passive) হয়ে থাক্‌তে হয়। সিদ্ধ অবস্থায় সে আপনাকে ঈশ্বর বলে' জান্‌তে পারে। সিদ্ধি পেতে হ'লে কেবলই শক্তির সাধনা কর্‌তে হবে, যে রুদ্ধ কবাট

জীবের সহিত ঈশ্বরের ব্যবধান সৃষ্টি করেছে, নিজের চেষ্টায় উহা অপসারিত হয় না, শক্তিই ঐ দ্বার মুক্ত করতে পারেন। এই শক্তি তোমার আমার তার নহে, ইহাই বিশ্বশক্তি। এই শক্তিদর্শন যাদের সিদ্ধ হয়েছে, তাদের বাণী ক্ষুরধারসদৃশ, আর কর্ম্ম আনন্দের লহরীতুল্য।

* * *

সাধক কি করবে, কি না করবে প্রভৃতি নির্দ্দেশ নির্দ্ধারণ করে' দেওয়া মানুষকে পঙ্গু করে' তোলা; কেননা যা করতে হবে, তার মর্ম্মকথা অপরে বলে' দেবে কেন? নিজের অন্তর হ'তে যে প্রেরণা অবতরণ করবে, উহাই তো হবে সত্যকর্ম্ম। হাজার ভুল করলেও কারও কর্ম্মে বাধা দিও না, অবাধ কর্ম্মক্ষেত্র পেলে সাধক আপনা আপনি অতি শীঘ্রই বাসনা ও প্রেরণামূলক কর্ম্মের লক্ষণ অবধারণ করে' সত্যনির্দ্দেশ বুঝতে পারবে।

* * *

ছাড়্‌তে হবে আসক্তি—ভোগ নয়। বিষয় পরিত্যাগ কর্‌লে কি হবে? চিত্তে যে প্রেরণা উপস্থিত হয়, সে তো উপর হ'তেই নেমে আসে। বিবাহ কর্‌বে, কি না কর্‌বে, এ বিষয়ে দ্বন্দ্ব কি? সকলই তো তাঁর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। তাঁর ইচ্ছা কি, যদি বুঝে না থাক, তা হ'লে তুমি তো অন্ধ, অন্ধ হ'য়ে আবার একজনের পথনির্দ্দেশের বাতুলতা নিজেই কি বুঝ্‌তে পার না! বুদ্ধির সহিত ভাগবত ইচ্ছা সংযুক্ত না হ'লে কোন কর্ম্মই কর্‌বার অধিকার থাকে না, তবে কি মানুষ কর্ম্ম কর্‌ছে না, ঐ কর্ম্ম কেবলই সংস্কারসৃষ্টির কারণ। ভগবানের আনন্দে যে পথ প্রকাশ হয়, উহা সিদ্ধ জীবনেই সম্ভব। সিদ্ধ জীবন আর কিছুই নয়, তাঁর সহিত যোগযুক্ত হয়ে তাঁরই প্রীত্যর্থ সকল কর্ম্ম সম্পাদন করা।

* * *

সাধারণ জীবনে স্ত্রী পুরুষের মধ্যে যে আনন্দের অভিনয় দেখ্‌তে পাও, সে অন্তরগত পুরুষ প্রকৃতির

সংযোগে যে আনন্দ উহারই অন্ধ অনুকরণ মাত্র। আপনাকে না পেলে, না জান্‌লে, আনন্দ উৎসের সন্ধান না মিল্‌লে, জীবন কি সার্থক হয়? স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যে সম্বন্ধ উহা বড় পবিত্র, বড় আনন্দদায়ক। ভোগ অর্থে দৈহিক কিছু নয়। স্বামী—স্ত্রীর মধ্য দিয়ে জগৎ দেখ্‌তে চায়, স্ত্রী—বিশ্বের আনন্দ স্বামীর ভিতরেই পেতে চায়, ভোগ হবে প্রাণের সহিত প্রাণের, মনের সহিত মনের, বুদ্ধির সহিত বুদ্ধির, জ্ঞানের সহিত জ্ঞানের, দেহের সহিত দেহের—ইহাই মিলন, ইহাই দাম্পত্য জীবন।

* * *

প্রকৃতিকে অবাধে ক্রীড়া করতে দাও। প্রকৃতির সাহায্যেই ধীরে ধীরে ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ হবে। জীবনের সব খেলাই আত্মার খেলায় পরিণত করে' তুল্‌তে হবে। উৎপাদনই ভোগের উদ্দেশ্য নয়। এই প্রাকৃত ভোগের পশ্চাতে এক বিপুল আনন্দ উৎস আছে। পুত্র হউক আর নাই হউক, এই আনন্দে

অবগাহন করাই মানুষের ধর্ম্ম, প্রকৃতি প্রতি জীবনেই সংবদ্ধ, উহাকে অতিক্রম করে' চল্‌বার সাধ্য আছে কার? সৃষ্টির আদিকাল হ'তেই পুরুষ প্রকৃতিগত হয়েছে—পুরুষ-প্রকৃতির সম্বন্ধ নিত্য সত্যপূর্ণ।

* * *

সকল দ্বন্দ্ব মিটে' যাবে, মানুষ যেদিন ভগবানের যন্ত্রস্বরূপ এক বিরাট সমষ্টি গড়ে' তুল্‌বে। নূতনজাতির সমাজচিত্র কিরূপ হবে তার কল্পনা তরল চিত্তের লক্ষণ—যা হবে তা যেন বাসনাসঞ্জাত না হয়, শুদ্ধ প্রেরণা-বশেই যেন তা ঘটে—এইদিকে লক্ষ্য রেখেই নূতন জাতিকে অগ্রসর হ'তে হবে।

আদেশ

—o—

তোমরা আদেশ বল কাকে? তা কি রকমে হয়?

তখন কর্ম্মযোগিন্ মামলা—প্রশ্ন উঠেছিল, পূর্ব্ববৎ রাজনীতিক জীবন, না ভারতের সাধনরহস্য? কোনও বুদ্ধি বিবেচনা কর্‌লুম না—আদেশ পেয়েছিলুম—Go to Chandernagore. কেন, কি বৃত্তান্ত, কিছুই বুঝি নি। তৎক্ষণাৎ শুনেছিলুম। The samething with Pondicherry coming. এরূপ আকাশবাণী খুব rare জিনিষ। কিন্তু আদেশ miracle নয়।

আদেশ পেয়েছিলেন—মহম্মদ—দেববাণী। তাতে তাঁর কোনও সংশয় ছিল না। সমস্ত জগতে ধর্ম্ম স্থাপন কর্‌তে হবে। কিন্তু সমস্ত জগতের জন্য নয়, একটা বৃহৎ সমষ্টির জন্যই ছিল তাঁর প্রকৃত আদেশ। বল্‌তে

হবে, তাঁর অহঙ্কারই তাঁর সত্যকে magnify ক'রে দেখিয়েছিল।

সেদিন যখন তিলকের দেহান্ত হ'লো, গান্ধীর উদয় হ'লো—স্পষ্ট দর্শন করলুম—এটা গান্ধীর hour এবং আমার hour নয়। গান্ধী যা করতে এসেছেন, তা করবেন, এখন তাঁর সম্মুখে কেউ দাঁড়াতে পারবে না। তিনি যা পান, তাতে নিঃসংশয় বিশ্বাস। যদি failও করেন, তবু তাঁর যা contribution তা দিয়ে যাবেন, তা দেশের destiny যথেষ্ট ফিরিয়ে দিবেই।

এক আদেশ আসে—কোনও বৃহৎ movement-এর জন্য। আর আসে, নিজের জন্য। কাজের আদেশ। হওয়ার আদেশ।

আমার—মানুষকে, জীবনকে, supramental-এতে তোলাই হচ্ছে mission. জানি না ইহা সকল মানুষ, সমস্ত জগতের জন্য হবে কি না। সেই আমার আশা, সেই আমার উৎসাহ ও উদ্যম—কিন্তু ভগবানের যা will হবে তাই মেনে নেবো।

দেখেছি, আদেশ genuine এবং imitation

অনেক রকমের হয়। ঠেকে ঠেকে শিখেছি, কতক-গুলা আসে উপর হ'তে—clear imperative—তা না ক'রে থাক্‌বার যো থাকে না—জীবনের বড় বড় decisive movement-এর সময়ে ইহাই আমাকে চালিয়েছে। Psychic Inspiration-ও আস্‌ত—অনেকগুলাই মনের stuffএ মেশান। তার পর আর এক রকম আছে—Psychic Impulsion, ইহারও যা উপরের, তাই imperative—অবশ্যম্ভাবী, অনিবার্য্য। বাকী অধিকাংশ—psychical world-এর আশ পাশ চারিদিক থেকে আসে। হয়ত, কতকগুলা সত্য, কিন্তু অন্যের জন্য, আমার জন্য নয়। যেমন—নন্‌-কো-অপারেশন movement সম্বন্ধে আদেশে, যদি—'এইবার এই movement-এর যুগ', আমি এই অর্দ্ধাংশটুকুই পেতুম—বাকী অর্দ্ধাংশ, অর্থাৎ এতে আমার contribution কিছু নেই, ইহাও সঙ্গে সঙ্গে না বুঝ্‌তুম—সে আদেশ, যা অপরের জন্য meant, তা আমার বলে' বিভ্রমে পড়্‌তে হ'ত। এইরূপ নানা প্রকার

—psychical বাণী, message, ধ্বনি প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়—সকলগুলা সত্য নয়, অনেকগুলা মিথ্যা সত্যে মেশান, অনেক অন্যের জন্য। খুব স্বচ্ছ যোগস্থ হয়ে distinguish কর্‌তে হয়—কারণ অনেক সূক্ষ্ম beings ও forces সূক্ষ্ম জগতে ঘুরে' বেড়াচ্ছে, যারা আমাদের স্থূল জগতের ব্যাপারপুঞ্জে interested —তারা কত কি message, indication পাঠা'তে পারে। হয়ত অনেকগুলি কেবলই indication—নিজ জীবনের ছোট বড় direction, পরিবর্ত্তনের ইঙ্গিত ইশারা। উপরের স্বচ্ছ, clear, imperative আদেশ ব্যতীত নড়্‌তে নেই।

Inspiration-এরও সত্য আছে—তা হ'তে পারে self-perfection-এর জন্য, হ'তে পারে একটা বড় কাজের জন্য।

কিন্তু আদেশ over-bearing—সকলকে ঝাপ্‌টে নিয়ে যায়—সেখানে সতর্ক হ'তে হয়। * * * যখন তখন আমার কাছে আদেশ চাইত—আমার আদেশ দিবার ছিল না—বলে'ছিলুম—তার নিজের

ভিতরে যা ওঠে তাই কর্‌তে।

সব নির্ভর করে, আদেশ কোথা হ'তে আস্‌ছে এবং কোন্ planeএ নাম্‌ছে, তার উপরে। উপর হ'তে এলেই শুধু হ'লো না—উপরের অনেক স্তর, level—অনেক অবস্থা, অনেক ভাব—plane of supramental reason, plane of supramental inspiration, plane of supramental revelation—সত্য বুদ্ধি, সত্য শ্রুতি, সত্য দৃষ্টি—তারও উপরে বিজ্ঞান—supermind—or divine mind—দিব্য রাজ্য।

তার পর, দেখ্‌তে হবে কোন্ planeএ নাম্‌ছে—বুদ্ধিপটে, চিত্তপটে, হৃদয়ে, প্রাণে? উপরের সত্য অনেক রকম—imperative truths, potential truths, actualising truths. হয়ত—আদেশ ঠিক পেলুম—কিন্তু তার দেশ কাল পাত্র, সংস্থান ও সন্নিবেশ সম্বন্ধে, মন তার উপর অনেক সম্ভাবনা কল্পনা—নিজের potentiality সব মিশিয়ে দিলে। তারও প্রয়োজন আছে। ভুলের ভয় কর্‌লে

চল্‌বে না। সমস্ত উপর হ'তেই corrected হবে। তবে মাথায় নিত্য জাগরূক রাখ্‌তে হবে—আমাদের লক্ষ্য, মনের stuffএ না মিশিয়ে উলঙ্গ জ্ঞানে সত্যেতে পৌছান, তাকে পূর্ণ ও উদার ভাবে পাওয়া, তাতে ওঠা—উঠে', নীচের সমস্ত যন্ত্রগুলিকে সেই জ্ঞানের মধ্যে উত্তোলন করা। একটা সদামুক্ত large openness চাই। * * * যখন এখানে এসেছিল—তার বিজ্ঞানের সন্ধান খুলে' দিয়েছিলুম। ঐ বিজ্ঞানের মধ্যে সব তুলে' ধর্‌তে হবে।

আবার—inspiration—নিজ আত্মার আত্মজ্ঞান,নিজেরই কর্ম্ম ও mission সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে। কিন্তু অপরের আত্মাকেও আপনার ভিতরে অনুভব কর্‌তে হবে—বিশ্বের সত্য, সকলের সত্য, manifestion-এর সত্য, সব মিলিয়ে অনুভব কর্‌তে হবে। অন্যে না পার্‌লে তাকে help কর্‌তে হবে।

নিজেকে অনবচ্ছিন্ন open রাখা চাই—সকলের সম্বন্ধে, সব সত্য সম্বন্ধে। গান্ধী যে আদেশে চল্লেন,

তাতে ঐরূপ না চল্‌লে তাঁর স্বধর্ম্মের প্রত্যবায় হ'ত। ভগবান্ মানুষের limitation এবং strength উভয়কেই ব্যবহার করেন—তাঁর বৃহৎ উদ্দেশ্যের জন্য।

প্রথম spiritualisation. তার পর supra-mentalisation. ঐ spiritualisation—মনের ক্ষেত্রে spirit-এর অবতরণ—এতাবৎ ভারতীয় সাধকরা এই mental spiritualisation ও mental harmony নিয়েই পরিতুষ্ট ছিলেন। সেখানে একটা সত্য, ধর্ম্ম, আলো, প্রেম, শক্তি পাওয়া যায়, বিশ্বজগতের সঙ্গে, প্রকৃতির সঙ্গে, ইতর প্রাণী-মণ্ডলীর সঙ্গে পর্য্যন্ত একটা harmony, universal ananda, universal consciousness এই সব আসে—এইগুলা তার অপর যন্ত্রগুলি, দেহ, প্রাণ, ইন্দ্রিয়ের উপর চাপিয়ে, আরোপ করে' চালিয়ে দেয়—কিন্তু এভাবে tranformation হয় না। ভাবে যা পায়, জগতের actionএ নাম্‌লে তা সব গোলমাল হয়ে যাবে—কেন না, জগতের action

এ যাবৎ অন্য ধর্ম্ম, অন্য lawই অনুসরণ করে' এসেছে, জগৎকে প্রকৃষ্ট ভাবে, বিজয়ী ভাবে, ফিরিয়ে আন্‌বার শক্তি মনের নেই। সে শক্তি উৎপন্ন হয়—উপরে উঠ্‌লে—supramentalএ—যা ভগবানের higher manifestation—নিম্ন প্রকৃতির সত্য ও আসল স্বরূপ যেখানে।

Supramentalএ ঠিক না ওঠা পর্য্যন্ত—intuitive mentality ফুটে উঠ্‌তে পারে—ওঠে। খুব perfect intuitive mind হ'লে, তা অনেকখানি নির্দোষ, সম্পূর্ণাঙ্গ ও কর্ম্মক্ষম—কিন্তু mind, as it is, mental stuff-এর উপরের জিনিষকে, lightকে, সম্পূর্ণ ও নিখুঁত ভাবে প্রকাশ কর্‌তে পারে না। তাতে ভয় নেই। আমরা কেহই এখনও supramentalএ পূর্ণভাবে উঠি নি, তথায় বাস কর্‌তে পারি নি। তবে আমাদের এবার, এ যুগে, এই dwelling in truthই কর্‌তে হবে। Living from truth—এ'তেও ভুল সম্ভব—কেন না, উপরের সত্য ঠিক; কিন্তু জগতের যে অসম্পূর্ণ material-এর উপর,

দেহ, প্রাণ, মনের উপর, তার প্রয়োগ ও খেলা, তাতে সে সত্য বিচ্ছুরিত, dilute, তরলীকৃত, হয়ত বিকৃতই হয়ে যেতে পারে। জগতের উপর পূর্ণ, অভ্রান্ত ও অব্যর্থ ভাবে কার্য্যকরী যে সত্য—সেই সত্যে উঠে', সেইখানেই বাস করতে হবে, সেইখানেই সমস্ত তু'লে নিয়ে transfigure করে' নিতে হবে। We must live in Truth—বিজ্ঞানে। Mind of intuition খুব perfect হ'লেও, বড় জোর তা mind of ignoranceকে ছাড়িয়ে mind of self-forgetful knowledgeএ ওঠে। Mind of ignorance—কিছুই জানে না—সব জান্‌তে বুঝ্‌তে চেষ্টা করছে—বাহির থেকে। Mind of self-forgetful knowledge—truth ভিতরে আছে অনুভব করছে, কিন্তু তাকে পায় নি—অন্ধকার ঘরে যেন প্রদীপ জেলে এটা ওটা ভিতর থেকে আলোকে বাহির করে' এনে' ধরছে দেখ্‌ছে। Mind of knowledgeও আছে—তা যেন বিদ্যুতালোকে পূর্ণ ঘর—তবে সব বস্তুর উপর অভিনিবেশ

নেই, তাই সব জ্ঞানগোচর হয়ে নেই। ইচ্ছা মাত্র, চোখ ফিরিয়ে ধর্‌লেই সহজে, with ease and command, সব সত্য জানা ও পাওয়া যায়। যেমন রামকৃষ্ণ দেবের ছিল—জগতের সকল জ্ঞানের উপর একটা divine command—ইচ্ছা মাত্র, মায়ের ইঙ্গিত মাত্র সমস্ত জান্‌তে পার্‌তেন।

আমাদের লক্ষ্য—mind of knowledgeকেও ছাড়িয়ে একেবারে super-mind—বিজ্ঞানময়ে ওঠা —যাকে বলা যায় divine mind—supramental knowledge—তাই দিয়ে সমস্ত being—দেহ পর্য্যন্ত, শুধু intuitivised নয়, supramentalised করে' নিতে হবে।

ইহার জন্য দরকার—একটা largeness, wideness এবং openness to the higher light. মনের ভিতর উপর হ'তে আলো এসে লুটিয়ে পড়্‌ছে,—(বাঙ্গালী আমাদের highly developed চমৎকার intuitive মন)—কিন্তু এখানেও tightly ও rigidly hold করা ঠিক নয়। কারণ সত্য খুব

সূক্ষ্ম স্বচ্ছ বস্তু, দৃঢ়মুঠায় হাঁপিয়ে ওঠে— * * *
ঐরূপ জোরে, rigidly সব truthকে ধর্‌তে চায়—
অনেক কিছু miss করে। Sincerely সব সত্য
লুফে নিতে হবে, কিন্তু মনের দরজা যেন শ্লথ আল্গা
থাকে—নূতন নূতন সত্য এসে' সহজে, বিনা বাধায়
light পদক্ষেপে প্রবেশ কর্‌তে পারে। এই ভাবেই
সত্যের মুখ চেয়ে আলো থেকে উদারতর দীপ্যতর
আলোকে চল্‌তে হবে।

হয়ত, কর্ম্মবেগ তুলনায়, আগের চেয়ে একটু মন্দা,
—হ'লেও হ'তে পারে। ক্ষতি নেই—সত্য আরও
বড় শক্তি, স্থির ও স্থায়ী কর্ম্মের উৎস। Action বন্ধ
কর্‌তে বল্‌ছি না—তবে সকল কর্ম্ম ছাড়িয়ে থাক্‌বার
—action-less পরিপূর্ণ passivity'র capacityও
থাকা চাই। কর্ম্মণি অকর্ম্ম যঃ পশ্যেৎ অকর্ম্মণি চ
কর্ম্ম যঃ ......।